রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২০১৫ সনের ৩০ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুলাই ২৩, ২০১৫

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪৬৭—৪৮৬
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১০০৯—১০৪২
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৯৭৭—৯৯৪
৭ম	খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	৩৩
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলীসম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

অর্থ মন্ত্রণালয়
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
পরিচালনা পর্ষদ সমন্বয় অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২২ এপ্রিল ২০১৫

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.০৬.০০৩.১৫-২৩৬—ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের প্রজ্ঞাপন নং-অম/ব্যাঃআঃপ্রঃবিঃ/প্রঃওনী অধিশাঃ/১(৩)/২০০৮/১৫১, তারিখ ০২-০৮-২০১০ খ্রিঃ মূলে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা এবং নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গঠিত জাতীয় সমন্বয় কমিটির (National Coordination Committee on AML/CFT) সদস্য হিসেবে সরকার মহা-পুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ-কে উক্ত কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করলেন।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রিজওয়ানুল হুদা
উপসচিব।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

আদেশ

তারিখ, ০৮ এপ্রিল ২০১৫/২৫ চৈত্র ১৪২১

সূত্র ঃ (১) **জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস.আর.ও নং-০৫/আইন/২০১৪/৬৯৪/মূসক, তাং ০৯-০১-১৪;**

(২) **কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট, ঢাকার পত্র নং-৫(১৩)৯৯/কাস-বন্ড/জারাবো/বিবিধ/২০১৪/২০১৮৪, তাং ২৪-১১-১৪;**

(৩) **কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম এর পত্র নং-৫ম(২০) ২৮-বন্ড কমিঃ/আকা/বিবিধ/২০০১/১১০৪২, তাং ০২-১১-১৪;**

(৪) **Association of Export Oriented Shipbuilding Industries of Bangladesh এর নথি নং-এইওএসআই/এনবিআর/২০১৪/৫৪, তাং ২৩-০৯-১৪।**

নং ৩০/২০১৫/শুল্ক/৩৭৫—মূল্য সংযোজন কর আইন ১৯৯১ এর ধারা ৩ এর উপ-ধারা (২) (ক) এবং The Customs Act, 1969 এর Section-13(2) অনুযায়ী আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে

মোস্তফা কামাল, উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd

ও বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য পরিশোধযোগ্য স্থানীয় সরবরাহ আদেশের বিপরীতে সূত্রীয়-১ এর আদেশালোকে নিম্নে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে বন্ড সুবিধায় জাহাজ/ড্রেজার শিল্পের কাঁচামাল আমদানির অনুমতি প্রদান করা হলো ঃ

(ক) স্থায়ী বন্ড ব্যবহারকারী জাহাজ/ড্রেজার নির্মাণ সংস্থাকে কার্যাদেশ/সরবরাহ এর ভিত্তিতে বন্ডের আওতায় সম্পূর্ণ প্রকল্পভিত্তিক কাঁচামাল আমদানি, সংরক্ষণ ও ব্যবহারের অনুমতি/ইউপি গ্রহণ করতে হবে;

(খ) প্রতিটি জাহাজ/ড্রেজার নির্মাণে আমদানিকৃত যন্ত্রাংশ ও উপকরণ কী পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে সেই বিষয়ে আমদানিকারক/বন্ডার বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (BUET) এর Naval Architect & Marine Engineering Department এর বিশেষজ্ঞ দলের লিখিত মতামত গ্রহণ করবেন এবং তা অগ্রগামী পত্রের মাধ্যমে আমদানিকারক/বন্ডার কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট ও সংশ্লিষ্ট আমদানি কাস্টম হাউস/স্টেশনকে অবহিত করবেন। এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য চার্জ/ফিসহ সকল ব্যয় আমদানিকারক/বন্ডারকে বহন করতে হবে;

(গ) নির্মিতব্য জাহাজের কাঁচামালের যথাযথ বর্ণনা ও Specifications সহ প্রাসঙ্গিক তথ্যের বিষয়ে আমদানিকারক/বন্ডার International Classification Society এর সনদ সংগ্রহ করে শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করতে বাধ্য থাকবেন;

(ঘ) এ সংক্রান্ত এস.আর.ও নং-১৩৬-আইন/২০১৪/২৫০০/কাস্টমস্, তাং ০৫-০৬-১৪, এস.আর.ও নং-১৫০/আইন/২০১৩/২৪৩৭/কাস্টমস্, তাং ০৬-০৬-১৩, এস.আর.ও নং-২৮০/আইন/ ২০১১/২৩৬৭/ কাস্টমস্, তাং ০৮-০৯-১১ এবং সাধারণ আদেশ-১১/২০০৮/শুল্ক, তাং ১৮-০৩-২০০৮ এর প্রযোজ্য অন্যান্য সকল শর্তাবলী মেনে চলতে আমদানিকারক/বন্ডার বাধ্য থাকবেন;

(ঙ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট কমিশনার/কমিশনার অব কাস্টমস্ (বন্ড) অথবা এ উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কাস্টমস্ কর্মকর্তা সরেজমিনে পরিদর্শন ও যাচাইয়ে প্রদত্ত মতামতের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় আইনানুগ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া নির্ধারণ করতে পারবেন;

(চ) নন বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিশনার/কমিশনার অব কাস্টমস্ (বন্ড) একইরূপে সরেজমিনে পরিদর্শন ও যাচাই সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় আইনানুগ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া নির্ধারণপূর্বক সম্পূর্ণ প্রকল্পভিত্তিক কাঁচামাল আমদানি সংরক্ষণ ও ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করতে পারবেন;

(ছ) প্রতিটি জাহাজ/ড্রেজার নির্মাণ ও রপ্তানির সম্পাদনের পর সমগ্র প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন আমদানিকারক/বন্ডার সংশ্লিষ্ট কমিশনার/কমিশনার অব কাস্টমস্ (বন্ড) অথবা এ উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কাস্টমস্ কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন করবেন। উক্ত কাস্টমস্ কর্মকর্তা প্রতিবেদনটির সঠিকতা যাচাইপূর্বক মন্তব্যসহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করবেন।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

মুহাম্মদ ইমতিয়াজ হাসান
দ্বিতীয় সচিব (শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড)।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৬

আদেশ

তারিখ, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং আর-৬/৭এন-৪৮/২০১৪-৯২—১৯৬১ সালের নোটারী অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ১৯নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট লাকী আক্তার ফ্লোরা, স্বামী জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান স্বপনকে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল।

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিনি মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালার ১৯নং ফরমে তিনি প্রতিবৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারে নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মিজানুর রহমান খান
উপসচিব (প্রশাসন)।

বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ, ১৮ মার্চ ২০১৫

নং বিচার-৭/২এন-৯/২০১৪-১৫৪—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব বিশ্বজিৎ পুটিয়া, পিতা মৃত হরহরি পুটিয়া, মাতা কেশবতি, গ্রাম পুটিয়াকান্দি, ডাকঘর তালতলা, উপজেলা নড়িয়া, জেলা শরীয়তপুর) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগ লাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

মোহাম্মাদ শফিকুল ইসলাম
সহকারী সচিব।

আদেশাবলী

তারিখ, ২৯ মার্চ ২০১৫

নং বিচার-৭/২এন-১/৯৮(অংশ-১)-১৬৯—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মোহাম্মদ এরশাদ হোছাইন, পিতা মোহাম্মদ হোছাইন, মাতা রোকেয়া বেগম, গ্রাম বাবুনগর, ডাকঘর দেওদীঘি, উপজেলা সাতকানিয়া, জেলা চট্টগ্রাম) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলার ৭নং মাদার্শা ইউনিয়ন এলাকার জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/স্থিতাবস্থা/নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলে গণ্য হবে।

তারিখ, ৯ এপ্রিল ২০১৫

নং বিচার-৭/২এন-৮/৯৮-১৯৫—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মোঃ জালাল উদ্দিন আহাম্মেদ, পিতা মৃত জয়নাল আবেদীন হাওলাদার, মাতা মোসাঃ ফুলভানু বেগম, গ্রাম কলারং, ডাকঘর পচাঁকোড়ালিয়া, উপজেলা তালতলী, জেলা বরগুনা) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলার ১নং পচাঁকোড়ালিয়া ইউনিয়নের অধিক্ষেত্রের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/স্থিতাবস্থা/নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলে গণ্য হবে।

মোঃ জাহিদুল কবির
সিনিয়র সহকারী সচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৪ চৈত্র ১৪২১/৭ এপ্রিল ২০১৫

নং প্রম/সাঃস/বর/১৪/ডি-১৮/১১০—বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিএসএস-নয়া মেজর এ কে এম মামুনুর রহমান, আর্মি মেডিকেল কোর (এএমসি)-কে বাংলাদেশ আর্মি অ্যাক্ট সেকশন-১৬, আর্মি অ্যাক্ট (রুল্‌স্) ৯এ, আর্মি রেগুলেশন্স (রুল্‌স্) ৭৮(সি), ২৫৩(এ) এবং ২৬১ অনুযায়ী বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবু বকর ছিদ্দিক
যুগ্মসচিব।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা বিভাগ
প্রশাসন শাখা-৩

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১০ চৈত্র ১৪২১/২৪ মার্চ ২০১৫

নং ২০.০০.০০০০.৩০৪.৩২.০১১.০৪-৭২৮—নিম্নস্বাক্ষরকারী আর্দিষ্ট হয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সওব্য-৪ শাখার পত্র নং ০৫.১৫৩.০১৫.০৫.০০.০০১.২০১৩-৪০, তারিখ ০৯-০৩-২০১৪ এবং অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অধিশাখা-২ এর পত্র নং অম/অবি/ব্যনি-২/পরিক-৪/২০০৫/৩৬০ তারিখ ২৫-০২-২০১৫ মোতাবেক পরিকল্পনা বিভাগের জনবল কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার পদটির পদমর্যাদা দ্বিতীয় শ্রেণী হতে প্রথম শ্রেণী পদমর্যাদায় উন্নীতকরণ ও বেতন স্কেল নিম্নোক্তভাবে পুনঃনির্ধারণে সরকারের মঞ্জুরি জ্ঞাপন করছি ঃ

পদনাম	বর্তমান পদমর্যাদা	পরিবর্তিত পদমর্যাদা	বর্তমান বেতন স্কেল (জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯)	পুনঃনির্ধারণকৃত বেতন স্কেল (জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯)
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	দ্বিতীয় শ্রেণী	প্রথম শ্রেণী	৮০০০-৪৫০×৭-১১১৫০-ইবি-৪৯০×১১-১৬৫৪০ (১০ম গ্রেড)	১১০০০-৪৯০×৭-১৪৪৩০-ইবি-৫৪০×১১-২০৩৭০ (৯ম গ্রেড)

২। আলোচ্য পদটির নিয়োগযোগ্যতা "মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের হিসাবকোষের নিয়োগবিধিমালা ১৯৯৫" অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হবে।

৩। পদটিতে কর্মরত পদধারী স্বয়ংক্রিয়ভাবে উক্ত পদে পদায়িত হবেন না। "মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের হিসাবকোষের নিয়োগবিধিমালা ১৯৯৫" এ উল্লিখিত নির্ধারিত যোগ্যতা সাপেক্ষে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের পরামর্শক্রমে বর্তমান পদধারীকে উক্ত পদে পদায়ন করা হবে।

৪। এ আদেশ জনস্বার্থে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারি করা হলো এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ তৈয়ব আলী
সহকারী সচিব।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
বেসরকারিকরণ ও বিরাষ্ট্রীয়করণ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১১ মার্চ ২০১৫

নং ২৪.০০.০০০০.২০২.০৬.০১১.১৪-৯৪—মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পরিদর্শনকালীন নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য এ মন্ত্রণালয়ে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ৩০-১১-২০১৪ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১০-১২-২০১৪ তারিখের ৩৭০নং প্রজ্ঞাপনে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির আহ্বায়কের ৪-৩-২০১৫ তারিখের পত্রের প্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব (বস্ত্র) এর স্থলে উপ-সচিব (প্রশাসন)-কে কমিটির সদস্য-সচিবের দায়িত্ব প্রদান করা হল। উল্লেখ্য যে, কমিটির কার্যপরিধি ও প্রতিবেদন দাখিলের সময়-সীমা অপরিবর্তিত থাকবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাইফুদ্দিন আহম্মদ মজুমদার
উপসচিব।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
পর্যটন শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩০ মার্চ ২০১৫

নং ৩০.০০.০০০০.০১৫.১৮.০২৪.২০০৩-১২৬—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম (পরিচিতি নং ২২২৫) এর স্থলে বর্তমান যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন ও পর্যটন) জনাব মোঃ রফিকুজ্জামান-কে বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড এর পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করিলেন।

২। এই আদেশ জনস্বার্থে জারী করা হইল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নিলুফার জেসমিন খান
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
রপ্তানি-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৫ এপ্রিল ২০১৫

নং ২৬.০০.০০০০.১০২.১১.০০২.১৫-১৫৯—অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-০৭.১৫৫.০১৫.২৬.০০.০০৩.২০১২/৭১, তাং ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ এবং নং-০৭.০০.০০০০.১৬৫.১৯.০১২.১২.১৯, তাং ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ এর প্রেক্ষিতে সিংগাপুরস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনের বাণিজ্যিক উইং-এ অস্থায়ীভাবে নিম্নবর্ণিত বিসিএস ক্যাডারের একটি কমার্শিয়াল কাউন্সেলর, একটি অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর এবং একটি ড্রাইভার-কাম-ম্যাসেঞ্জার পদ সৃজনে নির্দেশক্রমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মঞ্জুরী জ্ঞাপন করছি ঃ

ক্রম	পদের নাম	পদের সংখ্যা	বেতনক্রমে
(১)	কমার্শিয়াল কাউন্সেলর	১টি	টাঃ ২২,২৫০-৩১,২৫০/- (৫নং গ্রেড)।
(২)	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	১টি	স্থানীয় ভিত্তিক নিয়োগযোগ্য হওয়ায় বেতনস্কেল নির্ধারণের প্রয়োজন নেই।
(৩)	ড্রাইভার-কাম-ম্যাসেঞ্জার	১টি	স্থানীয় ভিত্তিক নিয়োগযোগ্য হওয়ায় বেতনস্কেল নির্ধারণের প্রয়োজন নেই।

২। উক্ত পদ সৃজনে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির অনুমোদন রয়েছে (কপি সংযুক্ত)।

৩। সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে এ পদগুলো সৃজন করা হলো। যা পরপর ৩ বছর সংরক্ষণ করতে হবে।

৪। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের এ সংক্রান্ত ব্যয় সিংগাপুরস্থ বাংলাদেশ মিশনের বরাদ্দ থেকে মিটানো হবে।

৫। সকল আনুষ্ঠানিকতা পালনপূর্বক এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

রতন চন্দ্র পন্ডিত
উপসচিব।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৩ চৈত্র ১৪২১/৬ এপ্রিল ২০১৫

নং ৩৯.০৫.০১১.১৫.০০.১১৭.২০১৪-৯৫—বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ আইন, ২০১৩-এর ৫(২) ধারার ক্ষমতাবলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থ এন্ড এনভায়রমেন্টাল সায়েন্স অনুষদের ডিন, অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক, ড. মোঃ কামরুজ্জামানকে তিন বছরের জন্য বিসিএসআইআর বোর্ডের খন্ডকালীন সদস্য হিসাবে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সালিমা জাহান
উপসচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
অধিগ্রহণ অধিশাখা-০১
এল. এ. কেস নং-০১/৭৬-৭৭
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ৩০ মার্চ ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৭৯.১৪-৬৬—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৪-০৭-১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল ঃ

তফসিল

মৌজা হোসেননগর, জে এল নং ৪১২, থানা রায়পুরা, জেলা নরসিংদী।

সি, এস, দাগ নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
২০৮ পূর্ণ	০.৭৩

ইহা নরসিংদী জেলার রায়পুরা থানা প্রশিক্ষণ কৃষি উপকেন্দ্র উন্নয়ন নির্মাণ প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণ করা হ'ল।

জমির নক্সা ভূমি অধিগ্রহণ শাখা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নরসিংদী এ আছে।

মোঃ শফিকুল ইসলাম
উপসচিব।

অধিগ্রহণ অধিশাখা-০১
এল. এ. কেস নং-১২৬/৭৯-৮০
ফরম ঘ
ঘোষণা
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ৩০ মার্চ ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৩৫.১৪-৬৭—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৭-০৪-১৯৮১ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল ঃ

তফসিল

মৌজা পীরগঞ্জ, জে এল নং ১৮৩, থানা পীরগঞ্জ, জেলা রংপুর।

খতিয়ান নং	দাগ নং	দাগে মোট জমির পরিমাণ (একরে)	হুকুম দখল/অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
৪	২১১ পূর্ণ	০.০২	০.০২
৪	২১২ আংশিক	০.৪৯	০.১৮
			মোট= ০.২০ একর

জমির নক্সা রংপুর জেলা প্রশাসকের অফিসে দেখা যাইতে পারে।

মোঃ শফিকুল ইসলাম
উপসচিব।

অধিগ্রহণ অধিশাখা-০১
এল. এ. কেস নং-০৬/১৯৭৮-৭৯
ফরম ঘ
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ৩০ মার্চ ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৬১.১৪-৬৮—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১০-০৭-১৯৭৯ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল ঃ

তফসিল

মৌজা সয়াধানগড়া, জে এল নং ৮৫, উপজেলা সিরাজগঞ্জ, জেলা সিরাজগঞ্জ।

দাগ নং এস. এ	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
১৬৫১ পূর্ণ	০.৮২
১৬৫২ ,,	০.২৭
১৬৫৩ ,,	০.২৫
১৬৫৪ ,,	০.৫৯
১৬৫৫ ,,	০.৩৬
১৬৫৬ আং	০.০৩
১৬৫৭ ,,	০.০৫
১৬৬১ ,,	০.৩৭
১৬৬২ পূর্ণ	০.৩১
১৬৬৩ ,,	০.২৬
১৬৬৬ ,,	০.৮৩
	মোট= ৪.১৪ একর

জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ এর এল এ শাখায় দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শফিকুল ইসলাম
উপসচিব।

এল. এ. কেস নং-১৫ মিস/১৯৬০
ফরম ঘ
ঘোষণা
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ৩০ মার্চ ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৩৬.১৪-৬৯—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা অনুযায়ী ২২-০৮-১৯৬০ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল ঃ

তফসিল

মৌজা সূত্রাপুর, জে এল নং ৮২, উপজেলা বগুড়া সদর, জেলা বগুড়া।

খতিয়ান নং	দাগ নং (সি এস)	জমির পরিমাণ (একরে)
২৮৯	২৪১৬	০.০৯
		সর্বমোট= ০.০৯ একর

মোঃ শফিকুল ইসলাম
উপসচিব।

এল, এ কেস নং-১২ জি/১৯৮০
ফরম ঘ
ঘোষণা
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ী নোটিশ

তারিখ, ৩০ মার্চ ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৩৭.১৪-৭০—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা অনুযায়ী ২৪-০৪-১৯৮০ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল ঃ

তফসিল

মৌজা শেরপুর, জে এল নং ১০৯, উপজেলা শেরপুর, জেলা বগুড়া।

খতিয়ান নং	দাগ নং (সি এস)	জমির পরিমাণ (একরে)
৪০৫	৮৩	০.৩৩
		সর্বমোট= ০.৩৩ একর

মোঃ শফিকুল ইসলাম
উপসচিব।

এল, এ কেস নং-১৪ ইরি/১৯৬৬
ফরম ঘ
ঘোষণা
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ী নোটিশ

তারিখ, ৩০ মার্চ ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৪০.১৪-৭১—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা অনুযায়ী ০৯-০৬-১৯৬৬ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল ঃ

তফসিল

মৌজা কর্ণিবাড়ী, জে এল নং ১৮৯, উপজেলা সারিয়াকান্দি, জেলা বগুড়া।

খতিয়ান নং	দাগ নং (সি এস)	জমির পরিমাণ (একরে)
৩৩১	২০৯৮	০.০৩
৩৩১	২১০০	০.২৪
		সর্বমোট= ০.২৭ একর

মোঃ শফিকুল ইসলাম
উপসচিব।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
যুব-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৩ চৈত্র ১৪২১/০৬ এপ্রিল ২০১৫

নং ৩৪.০৫১.০১৫.০১.০০.৪২.২০১১-১৮৭—নির্দেশিত হয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১১-০১-২০১৫ তারিখের ০৫.১৫৩.০১৫.০১.০১.০০১.২০১১-০৮ সংখ্যক এবং অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২৯-০৩-২০১৫ তারিখের ০৭.১৫৬.০১৫.০৮.০০.০৬.২০০০-১২৬ সংখ্যক স্মারকের সম্মতিক্রমে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাসড়বায়িত "যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান" শীর্ষক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত নিম্নবর্ণিত ২৭৩৩ (দুই হাজার সাতশত তেত্রিশ)টি পদ স্থায়ীকরণ সরকারি মঞ্জুরি জ্ঞাপন করছি:

(ক)	প্রধান কার্যলয়ঃ		
ক্রঃ নঃ	পদের নাম	পদের বেতন স্কেল (জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯)	পদের সংখ্যা
১	২	৩	৪
১।	উপ পরিচালক	১৮৫০০-২৯৭০০	১
২।	সহকারী পরিচালক	১১০০০-২০৩৭০	৩
৩।	নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১১০০০-২০৩৭০	১
৪।	কম্পিউটার অপারেটর	বিভাগীয় পরীক্ষার পূর্বে ৫,৫০০-১২০৯৫ বিভাগীয় পরীক্ষার পরে ৬৪০০-১৪২৫৫	৩
৫।	হিসাব রক্ষক	৫৯০০-১৩১২৫	২
৬।	অডিটর	৫৫০০-১২০৯৫	৪
৭।	পোষাক বিক্রয় সহকারী	৫২০০-১১২৩৫	১
৮।	ট্রান্সপোর্ট মেকানিক	৫২০০-১১২৩৫	১

১	২	৩	৪
৯।	ষ্টোর কিপার	৪৯০০-১০৪৫০	১
১০।	গাড়ী চালক	৪৯০০-১০৪৫০	৪
১১।	ক্যাশিয়ার	৪৭০০-৯৭৪৫	১
১২।	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর	৪৭০০-৯৭৪৫	৪
১৩।	ক্যাশ সরকার	৪৪০০-৮৫৮০	১
১৪।	অফিস সহায়ক	৪১০০-৭৭৪০	২
১৫।	গার্ড	৪১০০-৭৭৪০	১
১৬।	ঝাড়ুদার	৪১০০-৭৭৪০	১
		মোট=	৩১
(খ)	৬৪টি জেলা কার্যালয় ঃ		
১।	সহকারী পরিচালক	১১০০০-২০৩৭০	৪৭
২।	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর	৪৭০০-৯৭৪৫	৪৯
৩।	অফিস সহায়ক	৪১০০-৭৭৪০	২৮
৪।	নৈশ প্রহরী কাম-ফরাশ	৪১০০-৭৭৪০	৮
		মোট=	১৩২
(গ)	৬৮ টি পোষাক তৈরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র		
(১)	প্রশিক্ষক	৮০০০-১৬৫৪০	৬৮
(২)	জুনিয়র প্রশিক্ষক	৫২০০-১১২৩৫	৬৭
(৩)	গার্ড	৪১০০-৭৭৪০	৬৩
		মোট=	১৯৮
(ঘ)	৩২ টি স্টেনো-টাইপিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র		
(১)	সিনিয়র প্রশিক্ষক	১১০০০-২০৩৭০	৩১
(২)	প্রশিক্ষক	৮০০০-১৬৫৪০	৩১
(৩)	মেকানিক হেলপার	৪৫০০-৯০৯৫	১১
(৪)	অফিস সহায়ক	৪১০০-৭৭৪০	৩২
		মোট=	১০৫
(ঙ)	৯টিব্লক ও বাটিক প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র		
(১)	ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর	১৫০০০-২৬২০০	১
(২)	সিনিয়র প্রশিক্ষক	১১০০০-২০৩৭০	৯
(৩)	ডেমোনেষ্ট্রের	৫৯০০-১৩১২৫	৯
(৪)	জুনিয়র ডেমোনেষ্ট্রের	৫২০০-১১২৩৫	৯
(৫)	গার্ড	৪১০০-৭৭৪০	৯
		মোট=	৩৭
(চ)	৫টি দপ্তর বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র		
(১)	সিনিয়র প্রশিক্ষক	১১০০০-২০৩৭০	১১
(২)	মেকানিক	৪৫০০-৯০৯৫	৪
		মোট=	১৫
(ছ)	৬৪ টি জেলায় ৬৪টি মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র		
(১)	প্রশিক্ষক	৮০০০-১৬৫৪০	৫১
		মোট=	৫১
(জ)	৪৭৫টি উপজেলায় (১০টি মেট্রোপলিটিন ইউনিট থানাসহ) কার্যালয়ের পদ ঃ		
(১)	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	৮০০০-১৬৫৪০	৩৪৮
(১)	ক্রেডিট সুপারভাইজার	৬৪০০-১৪২৫৫	৯৩৭
(৩)	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	৪৭০০-৯৭৪৫	৩৫৩
(৪)	ক্যাশিয়ার	৪৭০০-৯৭৪৫	৮৮
(৫)	অফিস সহায়ক	৪১০০-৭৭৪০	৪৩৮
		মোট=	২১৬৪
	সর্বমোট	ক+খ+গ+ঘ+ঙ+চ+ছ+জ (৩১+১৩২+১৯৮+১০৫+৩৭+১৫+৫১+২১৬৪)=২৭৩৩টি	

শর্তসমূহ ঃ

১। উপর্যুক্ত ২৭৩৩(দুই হাজার সাতশত তেত্রিশ) টি পদের প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটের কোড নং ৩-৩৬৪০-০০০০-৪৫০১-৪৬০১-৪৭০০ হতে নির্বাহ করা হবে।

২। অফিস সহায়ক ৫০০টি, গার্ড-৭৩টি, ঝাড়ুদার-১, নৈশ প্রহরী কাম ফরাশ ৮টি পদে কর্মরত জনবলের অবসর, মৃত্যু, অপসারণ বা অন্য কোন কারণে পদ শূন্য হলে পরবর্তীতে পদগুলোতে অবশ্যই আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগ করতে হবে।

৩। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এবং অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে ও মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সম্মতিসহ যাবতীয় বিধি বিধান ও প্রয়োজনীয় সকল আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয়েছে।

৪। মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অফিসের বিদ্যমান টিওএন্ডই-তে অস্থায়ী পদগুলি স্থায়ী হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে টিওএন্ডই আপডেট করতে হবে এবং হালনাগাতকৃত টিওএন্ডই-র কপি অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হবে।

৫। অস্থায়ী পদ স্থায়ীকরণের ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ওএন্ডএম ম্যানুয়েলের অন্যান্য বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে।

মোহাম্মদ গোলাম কবির
সিনিয়র সহকারী সচিব।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তদন্ত ও শৃঙ্খলা অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২ বৈশাখ ১৪২২/১৫ এপ্রিল ২০১৫

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০১১.১৪-১১০—যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ আব্দুর রহিম (পরিচিতি নম্বর ০০৫১১১), নির্বাহী প্রকৌশলী, উপকরণ পরীক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, সড়ক গবেষণাগার, মিরপুর, ঢাকা (প্রাক্তন নির্বাহী প্রকৌশলী, কুমিল্লা সড়ক বিভাগ, কুমিল্লা) Tender ID No. 8041, Package-TENDER/ACE/RHD/Comilla zone/2013-2014/07

শীর্ষক দরপত্রে অংশ গ্রহণকারী নন-রেসপনসিভ ঠিকাদার মেসার্স এম এ ইঞ্জিনিয়ারিং এর অনুকূলে গত ২৭-০৫-২০১৪ তারিখ ৯ম আইপিসির সনদপত্র এবং ১৯-০৬-২০১৪ তারিখ ৮ম আইপিসির সনদপত্র অর্থাৎ একই কাজের কার্য সম্পাদন সম্পর্কে ২টি বিভ্রান্তিমূলক সনদপত্র আগে-পরে প্রদান করেন; এবং

যেহেতু, আপনি কাজটির সময় বর্ধন অননুমোদিত থাকা সত্ত্বেও কাজটিকে চলমান দেখিয়ে গত ২৭-০৫-২০১৪ তারিখ ৯ম আইপিসির সনদপত্র প্রদান করেন; এবং

যেহেতু, আপনি একই কাজের অনুকূলে গত ১৯-০৬-২০১৪ তারিখ ৮ম আইপিসিতে কাজটি ৩০-০১-২০১৩ তারিখ সমাপ্ত হয়েছে মর্মে উল্লেখ করে সনদপত্র প্রদান করেন; এবং

যেহেতু, আপনি সনদপত্র ২টিতে মিথ্যা/ভুল তথ্য প্রদান করায় বর্ণিত দরপত্রে অংশগ্রহণকারী সর্বনিম্ন দর প্রদানকারী ঠিকাদার মেসার্স এম এ ইঞ্জিনিয়ারিং এর দরপত্র প্রস্তাব কারিগরী মূল্যায়ন কমিটি (TEC) কর্তৃক Non-Responsive করা হয়। ফলে ৩য় সর্বনিম্ন দরদাতাকে মূল্যায়ন কমিটি কাজ প্রদানের জন্য সুপারিশ করে এবং সে অনুযায়ী দরপত্র প্রস্তাব অনুমোদিত হয়; এবং

যেহেতু, আপনার বিভ্রান্তিমূলক ২টি সনদপত্রের কারণে ৩য় সর্বনিম্ন দরদাতা কাজটি পাওয়ায় সরকারের ৬০.০০ লক্ষ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়; এবং

যেহেতু, আপনি বিভ্রান্তিমূলক তথ্য সম্বলিত ২টি সনদ প্রদান করে দায়িত্বে চরম অবহেলার পরিচয় দিয়েছেন; এবং

যেহেতু, আপানর উপর্যুক্ত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর বিধি ২ (এফ) এর সংজ্ঞা অনুযায়ী অসদাচরণ ও বিধি ৩ (ডি) অনুযায়ী দুর্নীতি পরায়ণতা হওয়ায় আপনার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নম্বর ১২/২০১৪ রুজু করা হয় ; এবং

যেহেতু, উক্তরূপ কার্যকলাপের জন্য কেন আপনাকে একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(ডি) অনুযায়ী চাকুরী হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service) করা হবে না বা উপযুক্ত অন্য কোন শাস্তি প্রদান করা হবে না তা অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। আপনি ব্যক্তিগত শুনানীর মাধ্যমে কোন কিছু জ্ঞাত করাতে চান কি-না অথবা আপনার বক্তব্যের সমর্থনে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে চান কি-না তাও লিখিত জবাবে উল্লেখ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, আপনি গত ২৮-১০-২০১৪ তারিখে জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানীর আগ্রহ প্রকাশ করলে গত ৩০-১১-২০১৪ তারিখে আপনার শুনানী গ্রহণ করা হয়; এবং

যেহেতু, আপনার লিখিত জবাব ও শুনানীকালে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৭(২)(সি) মোতাবেক বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য এ বিভাগের উপসচিব জনাব দীপঙ্কর মন্ডল কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় ; এবং

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা আপানার বিরুদ্ধে আনীত ২টি অভিযোগের মধ্যে দুর্নীতি পরায়ণতার অভিযোগ সন্দেহাতীভাবে প্রমাণিত হয়নি বলে মন্তব্য প্রদান করেন। একই সাথে অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে উল্লেখপূর্বক মতামতসহ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

যেহেতু, অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী, লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীর সময় বক্তব্য ও তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, আপনার বিরুদ্ধে উত্থাপিত দুইটি অভিযোগের মধ্যে দুর্নীতি পরায়ণতার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি এবং অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে; এবং

সেহেতু, এক্ষণে, সার্বিক বিবেচনায় জনাব মোঃ আব্দুর রহিম (পরিচিতি নম্বর ০০৫১১১), নির্বাহী প্রকৌশলী, উপকরণ পরীক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, সড়ক গবেষণাগার, মিরপুর, ঢাকা (প্রাক্তন নির্বাহী প্রকৌশলী, কুমিল্লা সড়ক বিভাগ, কুমিল্লা) কে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(২)(বি) অনুযায়ী লঘুদন্ড হিসেবে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি পরবর্তী বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির তারিখ হতে ১(এক) বছরের জন্য স্থগিত করা হল।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম, এ, এন, ছিদ্দিক
সচিব।

পরিকল্পনা শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২৯ মার্চ ২০১৫

নং ৩৫.০০.০০০০.০৫০.১৪.১২.১৪-৩২—ঢাকা সার্কুলার রোড, ফেজ-২ (তেরমুখ-আব্দুল্লাপুর-ধউর-বিরুলিয়া-গাবতলী-বাবুবাজার-সদরঘাট-ফতুল্লা-চাষাড়া-শিমরাইল-ডেমরা) প্রকল্প-এর সমান্বিত কার্যক্রম বাস্তবায়নসহ অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে করণীয় নির্ধারণসহ প্রতিবেদন প্রণয়নের নিমিত্ত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সম্মতিক্রমে গঠিত কমিটির গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ১ম সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে এবং প্রজ্ঞাপন নং ৩৫.০০.০০০০.০৫০.১৪.১২.১৪-১৩ তারিখ ২৬-০১-২০১৫ এর অনুবৃত্তিক্রমে জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ-কে উক্ত কমিটি তে একজন সদস্য হিসেবে কো অপ্ট করা হল।

নং ৩৫.০০.০০০০.০৫০.১৪.১২.১৪-৩৩—ঢাকা সার্কুলার রোড, ফেজ-২ (তেরমুখ-আব্দুল্লাপুর-ধউর-বিরুলিয়া-গাবতলী-বাবুবাজার-সদরঘাট-ফতুল্লা-চাষাড়া-শিমরাইল-ডেমরা) প্রকল্প-এর সমান্বিত কার্যক্রম বাস্তবায়নসহ অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে করণীয় নির্ধারণসহ প্রতিবেদন প্রণয়নের নিমিত্ত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সম্মতিক্রমে গঠিত কমিটির গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ১ম সভার সিদ্ধান্ত অনুসরণে নিম্নিলিখিতভাবে উপ-কমিটি-১ (ঢাকা) গঠন করা হল;

আহ্বায়ক

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এল. এ), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা

সদস্যবৃন্দ

ভূমি হুকুম দখল কর্মকর্তা (সকল), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা

পানি উন্নয়ন বোর্ড-এর প্রতিনিধি

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন-এর প্রতিনিধি

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন-এর প্রতিনিধি

ঢাকা ওয়াসা-এর প্রতিনিধি

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে-এর প্রতিনিধি

ভূমি রেকর্ড জরিপ অধিদপ্তর-এর প্রতিনিধি

এসডাব্লিউও (পশ্চিম), বাংলাদেশ সেনাবাহিনী-এর প্রতিনিধি

সদস্য-সচিব

নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা সড়ক বিভাগ

কমিটির কর্মপরিধি নিম্নরূপ

ক. প্রকল্পের জন্য কোথায় ও কি পরিমাণ জমি অধিগ্রহণ করতে হবে তা চিহ্নিত করা;

খ. প্রকল্পের আওতায় কী পরিমাণ অবৈধ স্থাপনা অবসারণের প্রয়োজন হবে তা চিহ্নিত করা;

গ. জমি অধিগ্রহণ এবং অবৈধ স্থাপনা অবসারণের সম্ভাব্য ব্যয় ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি যাচাই-বাছাই করা;

ঘ. প্রকল্পের আওতায় জমি অধিগ্রহণের জন্য ব্যয় প্রাক্কলন প্রস্তুত করা;

ঙ. এই কমিটি প্রয়োজনে সদস্য হিসেবে কোন কর্মকর্তাকে কমিটিতে কো-অপ্ট করতে পারবে।

চ. স্ব-স্ব অফিসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ কমিটিকে সহায়তা প্রদান করতে পারবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আলিফ রুদাবা
সিনিয়র সহকারী প্রধান।

সম্পত্তি শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০২ এপ্রিল ২০১৫/১৯ চৈত্র ১৪২১

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৭.০০৪.১৩(অংশ-১)৮৭—সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের টাঙ্গাইল সড়ক বিভাগাধীন আরিচা-ঘিওর-দৌলতপুর-নাগরপুর-টাঙ্গাইল আঞ্চলিক (আর ৫০৬) মহাসড়কের ৩৯তম কিলোমিটারে ধলেশ্বরী নদীর উপর নির্মিত এলাসিন সেতুর নাম "শামছুল হক সেতু" নামে সরকার নামকরণ করিলেন।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ গোলাম জিলানী
সহকারী সচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-৭(কলেজ-২)

অফিস আদেশ

তারিখ, ২৩ চৈত্র ১৪২১/০৬ এপ্রিল ২০১৫

নং ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০০৪.১৫-১৭৮—যেহেতু, জনাব জহিরুল ইসলাম, প্রভাষক (হিসাব বিজ্ঞান), খাগড়াছড়ি সরকারি মহিলা কলেজ, খাগড়াছড়ি, পার্বত্য জেলা এর বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ১৬৬/১৬৭/৪৭৭ (ক)/২১৭/১০৯/২০১ ধারা এবং ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় কোতয়ালী (চট্টগ্রাম) থানার চার্জশীট নং ৫৩৩, তারিখ ১৪-১০-২০১৪ তারিখে বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করা হয়েছে। উক্ত চার্জশীটের বিষয়ে মাউশি অধিদপ্তরের আইন শাখার আইন উপদেষ্টার মতামত নেয়া হয়। আইন উপদেষ্টার মতামত অনুযায়ী উক্ত কর্মকর্তা চার্জশীট দাখিলের তারিখ থেকে সাময়িক বরখাস্ত হবেন মর্মে মাউশি অধিদপ্তর জানিয়েছেন;

যেহেতু, জনাব জহিরুল ইসলামকে বিএসআর (পার্ট ১) এর বিধি ৭৩ এর নোট ২ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অফিস মেমোরেন্ডাম নং ED(Reg.VII) S ১২৩/৭৮-১১৫(৫০০), তারিখ ২১ নভেম্বর ১৯৭৮ অনুযায়ী চাকুরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা বিধিসম্মত ও জনস্বার্থে প্রয়োজন;

যেহেতু, জনাব জহিরুল ইসলামকে বিএসআর (পার্ট ১) এর ৭৩ বিধি এর নোট ২ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অফিস মেমোরেন্ডাম নং ED(Reg.VII) S ১২৩/৭৮-১১৫(৫০০), তারিখ ২১ নভেম্বর ১৯৭৮ মোতাবেক চাকুরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো;

২। প্রচলিত নিয়মে তিনি সাময়িকভাবে বরখাস্তকালীন খোরপোষ ভাতা পাবেন;

৩। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো. নজরুল ইসলাম খান
সচিব।

শাঃ ১৫ (কারিগরি) ১)

অফিস আদেশ

তারিখ, ২৩ চৈত্র ১৪২১/০৬ এপ্রিল ২০১৫

নং ৩৭.০০.০০০০.০৭৬.০৮.০১০.১৪-২০৮—যেহেতু, জনাব মোঃ জফিরুল ইসলাম, ইন্সট্রাক্টর (নন-টেক) গণিত, রাজশাহী মহিলা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, রাজশাহী (বর্তমান চট্টগ্রাম মহিলা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে বদলীকৃত) এর বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ১৪৭/১৪৮/১৪৯/১৮৬/৩০৭/৩৩২/৩৩৩/৩৫৩/৪২৭ ধারা এবং ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৬(২)/২৫-ডি, মোতাবেক সন্দিগ্ধ আসামী হিসেবে গত ১৪-০২-২০১৫ তারিখে গ্রেফতার করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অফিস মেমোরেন্ডাম নং ED(Reg.VII) S 123/78-115(500), Dated Dacca the 21th November, 1978 মোতাবেক জনাব মোঃ জফিরুল ইসলামকে সাময়িক বরখাস্ত করার প্রয়োজন মর্মে মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর জানিয়েছেন।

যেহেতু, জনাব মোঃ জফিরুল ইসলামকে বিএসআর (পার্ট ১) এর বিধি ৭৩ এর নোট ২ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অফিস মেমোরেন্ডাম নং ED(Reg.VII) S 123/78-115(500), Dated Dacca the 21th November, 1978 অনুযায়ী চাকুরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা বিধিসম্মত ও জনস্বার্থে প্রয়োজন;

যেহেতু, জনাব মোঃ জফিরুল ইসলামকে বিএসআর (পার্ট ১) এর বিধি ৭৩ এর নোট ২ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অফিস মেমোরেন্ডাম নং ED(Reg.VII)S 123/78-115(500), Dated Dacca the 21th November, 1978 মোতাবেক চাকুরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো;

২। প্রচলিত নিয়মে তিনি সাময়িকভাবে বরখাস্তকালীন খোরপোষ ভাতা পাবেন;

৩। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো. নজরুল ইসলাম খান
সচিব।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৭ ফাল্গুন ১৪২১/১১ মার্চ ২০১৫

নং প্রাগম/তঃশৃঃ/বিমা-২৩/২০১০/৬৪(১)—যেহেতু, বেগম নাছিমা বেগম, সহকারী পরিচালক, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি), (প্রাক্তন সুপারিনটেনডেন্ট, জয়দেবপুর পিটিআই, গাজীপুর)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) উপ-বিধি মোতাবেক অসদাচরণের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর লিখিত জবাব ও শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক না হওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তাঁর লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন এবং প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা করে তার বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২)(এ) উপবিধি মোতাবেক "তিরষ্কার" লঘুদণ্ড প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল-১, ঢাকায় এ, টি ০২/২০১২ নং মোকদ্দমা দায়ের করেন এবং উক্ত মোকদ্দমার রায় তার পক্ষে হয়;

সেহেতু, বিজ্ঞ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা-এর রায়ের প্রেক্ষিতে বেগম নাছিমাকে প্রদত্ত "তিরষ্কার" লঘুদণ্ডাদেশটি (১২-১০-২০১১ তারিখের ৬০৩ নং স্মারক) প্রত্যাহার করা হ'ল।

২। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কাজী আখতার হোসেন
সচিব।

শিল্প মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৯ চৈত্র ১৪২১/১২ এপ্রিল ২০১৫

নং ৩৬.০০.০০০০.০৮৪.১৪.০২৩.১২.৩৪৭—শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিসিক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'এপিআই শিল্পপার্ক (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ৩৩১৮৫.৭৫ লক্ষ টাকা প্রক্কলিত ব্যয়ে এবং জানুয়ারি ২০০৮ থেকে জুন ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় অধিগ্রহণকৃত ২০০ একর জমিতে বিভিন্ন সাইজের মোট ৪২টি প্লট তৈরী করা হবে। আলোচ্য প্রকল্পের উক্ত প্লট বরাদ্দ সংক্রান্ত অনুমোদিত নীতিমালা এতৎসঙ্গে প্রকাশ করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফররুখ আহম্মদ
সিনিয়র সহকারী প্রধান।

এপিআই শিল্পপার্ক-এর প্লট বরাদ্দ নীতিমালা

এ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্টস (এপিআই) শিল্পপার্কে প্লট বরাদ্দের নীতিমালা

বিষয়ঃ এ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্টস (এপিআই) শিল্পপার্কে প্লট বরাদ্দের নীতিমালা

১.০ বিসিক পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক এপিআই শিল্পপার্কে প্লট বরাদ্দের জন্য দরখাস্ত আহ্বান, প্লট বরাদ্দ, বাতিল, পুনঃবরাদ্দ ও শিল্প স্থাপনের নিমিত্ত নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো :

২.০ শিল্প প্লট বরাদ্দের জন্য বিজ্ঞাপন প্রচার

২.১ নতুন প্লট :

(১) আবেদনকারীগণকে "বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি (বিএপিআই) যা ১৯৯৩ সালের কোম্পানী এ্যাক্ট-৭ মোতাবেক প্রতিষ্ঠিত, যার সার্টিফিকেট অব ইনকরপোরেশন নং ৩৮৯৮/৩ অব ১৯২৭-১৯৭৩, ১৪৭" এর সদস্য হতে হবে, তবে প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের এল-এ কেস নং ০৪/২০০৮-০৯ এর বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্ট ডিভশনে রিট নং-৫৪৭৪/০৯ এর আদেশ এবং প্রবিশন সিভিল পিটিশন নং ২৫/২০১৪ এর পর্যবেক্ষণ ও আদেশের আলোকে নিষ্পত্তির পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

(২) NCID সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিল্প প্লটের ১০% মহিলা শিল্প উদ্যোক্তাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

(৩) শিল্পপার্কের অবকাঠামো সুবিধা নির্মাণ চলাকালীন কিংবা সমাপ্ত হবার পর প্লট বরাদ্দের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে হবে;

(৪) বিজ্ঞাপন প্রচারের তারিখ হতে ৪৫ দিনের মধ্যে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে। আবেদনপত্র গ্রহণের তারিখ উত্তীর্ণ হবার পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে বাছাই ও সম্ভাব্যতা যাচাই করে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে শিল্পপার্কের প্লট বরাদ্দ কমিটির সভা অনুষ্ঠান এবং এর পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে বরাদ্দপত্র জারী সংক্রান্তকার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে;

(৫) শিল্পপার্কে খালি প্লট বরাদ্দের লক্ষ্যে শিল্প উদ্যোক্তাগণকে অবহিত করার জন্য বহুল প্রচারিত অন্ততঃ একটি জাতীয় বাংলা ও একটি জাতীয় ইংরেজী দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রচার করতে হবে;

(৬) প্লট সংখ্যা থেকে আবেদনকারী উদ্যোক্তার সংখ্যা বেশী হলে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উদ্যোগী অভিজ্ঞতা ও কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন এবং আর্থিকভাবে অধিক স্বচ্ছলযোগ্য শিল্প উদ্যোক্তাগণ অগ্রাধিকার পাবেন;

(৭) যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা বেশী হলে সে ক্ষেত্রে লটারীর মাধ্যমে প্লট বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক প্লট বরাদ্দ প্রদান করতে হবে।

২.২ পুরাতন প্লট

(১) বরাদ্দযোগ্য খালি প্লট থাকলে কেন্দ্রীয়ভাবে বিসিক প্রধান কার্যালয় হতে বছরে কমপক্ষে ২(দুই) বার একটি জাতীয় সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রচার করতে হবে;

(২) শিল্পপার্কে প্লট বরাদ্দের জন্য দীর্ঘদিন কোন আবেদন না পাওয়া গেলে প্লট বরাদ্দ বিষয়ে কৌশল উদ্ভাবনের জন্য কমপক্ষে ৬ (ছয়) মাসে বিসিকের প্লট বরাদ্দ কমিটির সভা আহ্বান করতে হবে।

৩.০ প্রস্পেক্টাস প্রকাশ;

(১) শিল্পপার্কের প্লটের বিবরণ প্রসপেক্টাস আকারে প্রকাশ করতে হবে;

(২) আবেদন ফরমসহ প্রস্পেক্টাস বিসিক প্রধান কার্যালয় এবং শিল্পপার্ক কার্যালয় হতে নির্ধারিত ফি প্রদানপূর্বক সংগ্রহ করা যাবে;

(৩) আবেদন ফরম ও প্রস্পেক্টাস বিসিক এসএমই ও শিল্প মন্ত্রণালয় এর ওয়েব-সাইটেও পাওয়া যাবে। প্রয়োজনে আবেদন ফরম ডাউন লোড করে সংগ্রহ করতে পারবেন। তবে দরখাস্ত জমা দেয়ার সময় আবেদনপত্রের নির্ধারিত ফি নগদে জমা দিয়ে আবেদন দাখিল করতে হবে।

৪.০ আবেদনপত্র জমা ঃ

৪.১ আবেদনপত্র পূরণ করে তার সঙ্গে নিম্নোক্ত কাগজপত্র জমা দিতে হবে;

(১) নির্ধারিত আবেদন ফরম ও প্রস্পেক্টাস ক্রয়ের রশিদের কপি,

(২) বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি (বিএপিআই) এর সনদপত্র এর কপি,

(৩) উদ্যোক্তার সাম্প্রতিক তোলা পাসপোর্ট আকারের ছবি (২ কপি),

(৪) উদ্যোক্তার জাতীয়তার সনদপত্র (ইউপি চেয়ারম্যান/পৌরসভার চেয়ারম্যান/সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ওয়ার্ড কমিশনার/প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত) ও জাতীয় পরিচয়পত্র (National ID Card) এর সত্যায়িত ফটোকপি,

(৫) ট্রেড লাইসেন্স.

(৬) আবেদনকারীর আয়কর সার্টিফিকেট (টি আই এন নম্বরসহ),

(৭) প্রকল্পের সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন (নমুনা মোতাবেক),

(৮) প্রকল্পের বাস্তবায়ন তফসিল (প্রস্তাবিত),

(৯) বিল্ডিং লে-আউট প্ল্যান (খসড়া),

(১০) মেশিনারী লে-আউট প্ল্যান (খসড়া),

(১১) নিজস্ব অর্থে স্থাপন করা প্রকল্পের ক্ষেত্রে ১৫০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা এবং ব্যাংকলেনদেন প্রতিবেদন,

(১২) ব্যাংক ঋণে স্থাপন করা প্রকল্পের ক্ষেত্রে অর্থ প্রদানকারী ব্যাংক/প্রতিষ্ঠান থেকে উদ্যোক্তার আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রত্যয়নপত্র ও ব্যাংক লেনদেন প্রতিবেদন;

(১৩) অংশীদারিত্ব প্রকল্পের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রিকৃত অংশীদারী দলিল,

(১৪) লিমিটেড কোম্পানী হলে , জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর রেজিস্ট্রেশন এবং মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন এন্ড আর্টিক্যালস অব এসোসিয়েশন,

(১৫) প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র দাখিল করা হবে মর্মে ৩০০ টাকার নন জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্প পেপারে অঙ্গিকারনামা দিতে হবে,

(১৬) ২০.০০ লক্ষ টাকা জামানত বাবদ ক্রসড চেক/পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং উক্ত টাকা প্লট বরাদ্দ প্রাপ্ত উদ্যোক্তার ৪র্থ কিস্তির প্রদেয় টাকার সাথে সমন্বয় করা হবে,

(১৭) উল্লিখিত কাগজ পত্রাদিসহ ২ (দুই) সেট আবেদনপত্র জমা দিতে হবে।

৫.০ আবেদনপত্র গ্রহণ পদ্ধতিঃ

(১) বাংলাদেশ ঔষদ শিল্প সমিতি (বিএপিআই) যা ১৯৯৩ সালের কোম্পানী এ্যাক্ট-৭ মোতাবেক প্রতিষ্ঠিত, যার সার্টিফিকেট অব ইনফরমেশন নং ৩৯৮৯/৩ অব ১৯২৭-১৯৭৩, ১৪৭" এর সদস্যগণ প্লটের জন্য আাবেদন করতে পারবেন।

(২) আবেদনপত্র এপিআই শিল্পপার্ক, ঢাকা কার্যালয়ে/ মুন্সিগঞ্জ বিসিক এর জেলা শিল্প সহায়ক কেন্দ্র প্রধানের দপ্তরে জমা দিতে হবে।

(৩) উদ্যোক্তাগণ ইচ্ছা করলে বিসিক প্রধান কার্যালয় অথবা আঞ্চলিক কার্যালয়ে আবেদনপত্র দাখিল করতে পারবেন, যা জমা দেয়ার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা শিল্প সহায়ক কেন্দ্রে তথা শিল্পপার্ক কার্যলয়ে পাঠিয়ে দিতে হবে।

(৪) শিল্প পার্ক কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তারিখ অনুযায়ী প্রাপ্ত আবেদন পত্রগুলো রেজিষ্ট্রারে লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করবেন।

(৫) বাছাই কমিটি কর্তৃক বাছাই হওয়ার পূর্বে আবেদনকারী প্রকল্প পরিচালক, এপিআই শিল্পপার্ক প্রকল্প এর অনুমোদনক্রমে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র (মূল আবেদনপত্রের সাথে যা জমা দেয়া হয়নি) জমা দিতে পারবেন।

৬.০ আবেদনপত্র বাছাই কমিটি গঠন ও কার্যপরিধি ঃ

৬.১ প্রাপ্ত আবেদনপত্রগুলো যাচাই-বাছাই করার জন্য নিম্নরূপ একটি বাছাই কমিটি থাকবেঃ

(১)	এপিআই শিল্পপার্ক কার্যালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা/প্রকল্প পরিচালক	ঃ	সভাপতি
(২)	সংশ্লিষ্ট জেলা শিল্প সহায়ক কেন্দ্র (শিসকে) প্রধান	ঃ	সদস্য
(৩)	প্রধান কার্যালয়/আঞ্চলিক কার্যালয়ের বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের একজন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা	ঃ	সদস্য
(৪)	বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতির প্রতিনিধি	ঃ	সদস্য
(৫)	নির্বাহী প্রকৌশলী, এপিআই শিল্পপার্ক প্রকল্প/পুরকৌশল বিভাগের একজন নির্বাহী প্রকৌশলী	ঃ	সদস্য-সচিব

৬.২ বাছাই কমিটি কার্যপরিধি নিম্নরূপ হবে ঃ

(১) বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত নির্দেশনামা এবং এ নীতিমালার ৪নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বিষয়সমূহের আলোকে আবেদনপত্র যাচাই-বাচাই করে একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;

(২) বাছাই কমিটির মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্লট বরাদ্দ কমিটিতে উপস্থাপন করা;

(৩) বাছাই কমিটির মূল্যায়নকৃত পূর্ণাঙ্গ আবেদনগুলো দাখিলের তারিখ ভিত্তিক তালিকা প্লট বরাদ্দ কমিটিতে উপস্থাপন করা;

(৪) বাতিলকৃত আবেদনপত্রসমূহের ত্রুটি উল্লেখপূর্বক একটি তালিকা তৈরী করে বরাদ্দ কাজ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত সংরক্ষণ করা।

৭.০ এপিআই শিল্পপার্কে প্লট বরাদ্দ কমিটি ও এর কার্যপরিধি ঃ

৭.১ এপিআই শিল্পপার্কে শিল্প প্লট বরাদ্দের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে বাছাই করা আবেদনপত্রসমূহ প্লট বরাদ্দ কমিটিতে পেশ করতে হবে। এপিআই শিল্পপার্কে প্লট বরাদ্দ কমিটি নিম্নরূপে গঠিত হবে ঃ

১.	পরিচালক (প্রকল্প/তত্ত্বাবধানকারী পরিচালক, বিসিক	ঃ	সভাপতি
২.	পরিচালক(পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), বিসিক	ঃ	সদস্য
৩.	যুগ্ম-প্রধান, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা	ঃ	সদস্য
৪.	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক অথবা তাঁর মনোনিত প্রতিনিধি	ঃ	সদস্য
৫.	সভাপতি, বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি/ মনোনিত প্রতিনিধি	ঃ	সদস্য
৬.	মহা-সচিব, বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি/ মনোনিত প্রতিনিধি	ঃ	সদস্য
৭.	এফবিসিসিআই-এর একজন প্রতিনিধি	ঃ	সদস্য
৮.	এমসিসিআই-এর একজন প্রতিনিধি	ঃ	সদস্য
৯.	সংশিষ্ট শিল্প সহায়ক কেন্দ্র প্রধান, বিসিক	ঃ	সদস্য
১০.	উপ-সচিব, সংশিষ্ট বিভাগ, শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা	ঃ	সদস্য
১১.	প্রকল্প পরিচালক, এপিআই শিল্পপার্ক	ঃ	সদস্য-সচিব

এ কমিটি প্রয়োজনবোধে কারিগরী ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন দু'জন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৭.২ ৭.১ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সভা অনুষ্ঠানের জন্য যথাক্রমে ন্যূনতম ৬ জন সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে। তবে সদস্য কো-অপ্ট করা হলে সে ক্ষেত্রে ৭ জনে কোরাম হবে।

৭.৩ এপিআই শিল্পপার্ক প্রকল্প সমাপ্তি ও তা হস্তান্তরিত হবার পর কমিটির সভাপতি হিসেবে বিসিকের পরিচালক (উন্নয়ন) ও সম্প্রসারণ) এবং সদস্য-সচিব হিসেবে বিসিকের ঢাকা আঞ্চলিক কার্যালয়ের আঞ্চলিক পরিচালক দায়িত্ব পালন করবেন।

৭.৪ প্লট বরাদ্দ কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ হবে ঃ

(ক) এপিআই শিল্পপার্কে শুধুমাত্র ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনের শিল্প কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে ভূমি বরাদ্দ কমিটি আবেদনকারীকে শিল্পপার্কে ভূমি বরাদ্দ ও ক্ষেত্রে বিশেষে বাতিলের পর পুনঃ বরাদ্দ করতে পারবে। (তবে, বিশেষায়িত কাঁচামাল যথাঃ পেনিসিলিন, সেফালোসপোরিন, হরমোন, এন্টি-ক্যানসার ইত্যাদি উৎপাদনের ক্ষেত্রে কাঁচামাল উৎপাদনের ইউনিটের সাথে ফরমুলেশন উৎপাদনের ইউনিট স্থাপন করা যাবে)।

(খ) বিসিক অনুমোদিত ভূমি বরাদ্দপত্র এবং লিজডিড প্রোফরমায় বর্ণিত শর্তসমূহ পালনে ব্যর্থ হলে ভূমি বরাদ্দ কমিটি বরাদ্দকৃত ভূমির বরাদ্দ বাতিল করতে পারবে।

(গ) ভূমি সদ্ব্যবহারের জন্য যুক্তিসংগত কারণ দেখিয়ে উদ্যোক্তা বর্ধিত সময় প্রার্থনা করলে ভূমি বরাদ্দ কমিটি তা বিবেচনা করতে পারবে।

(ঘ) এপিআই শিল্পপার্কে বরাদ্দকৃত প্লট, শিল্প ইউনিটের মালিকানা কাঠামো ইত্যাদির পরিবর্তন বা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে বিসিকের বিদ্যমান অন্যান্য শিল্প নগরীর ন্যায় অনুরূপ বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে। তবে এক্ষেত্রে কোন সমস্যার উদ্ভব হলে সেক্ষেত্রে সমঝোতা স্মারক (২য় সংশোধিত) অনুযায়ী দ্বিতীয় পক্ষ তা সমাধানে প্রথম পক্ষকে সব ধরণের সহযোগিতা প্রদান করবে।

(ঙ) প্রথম পক্ষ ভূমি বরাদ্দ কমিটির সাথে আলোচনা করে এবং বিসিক পরিচালক পর্ষদের অনুমোদনক্রমে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিবর্তন ও সংশোধন করতে পারবে।

(চ) এপিআই শিল্পপার্কে প্লট বরাদ্দের ক্ষেত্রে কোন সমস্যার উদ্ভব হরে চেয়ারম্যান, বিসিক আপীল কর্তৃপক্ষ হিসেবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন।

৮.০ শিল্পপার্কে ইউনিটসমূহের মালিকানা, মালিকানার ধরন ও নাম পরিবর্তন এবং আপীল পদ্ধতি ঃ

(১) শিল্পপার্কে ইউনিটসমূহের মালিকানা, মালিকানার ধরন ও নাম পরিবর্তন বিসিক প্রধান কার্যালয়ের একতিয়ারভুক্ত থাকবে;

(২) বিসিকের প্লট বরাদ্দ কমিটির কোন সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী উদ্যোক্তা অসন্তুষ্ট হলে তিনি বিসিকের চেয়ারম্যান এর নিকট আপীল করতে পারবেন;

(৩) আপীল সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার (রিভিশন) ক্ষেত্রে নতুন যৌক্তিকতা ও প্রমাণাদিসহ প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;

৯.০ উদ্যোক্তার আর্থিক স্বচ্ছলতা ও কারিগরি সক্ষমতার প্রমাণক ঃ

(১) উদ্যোক্তার পক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে;

(২) নিজস্ব বিনিয়োগে শিল্প স্থাপনের প্রস্তাব করা হলে, উদ্যোক্তার বিগত ১ (এক) বছরের ব্যাংকে লেন-দেন প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে; ব্যাংক স্থিতি ২.০ লক্ষ টাকার কম হলে অস্বচ্ছল বলে বিবেচিত হবে।

(৩) উদ্যোক্তা অথবা উদ্যোক্তার নিয়োগকৃত পদে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন লোক থাকতে হবে।

১০.০ প্রকল্পের অনুকূলে সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন দাখিল প্রসঙ্গে ঃ

প্লট বরাদ্দ কমিটি প্রয়োজনবোধে কোন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন বিসিকের কর্মকর্তা অথবা কারিগরি মানসম্পন্ন পরামর্শক কর্তৃক পরীক্ষা করতে পারবে।

১১.০ প্রস্তাবিত মেশিনারী লে-আউট প্ল্যান প্রণয়নের ক্ষেত্রে মেশিনের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সঠিকভাবে প্রয়োজনীয় জায়গায় পরিমাপ নির্ণয় করতে হবে। মেশিনারীর লে-আউট প্ল্যানে প্রকৌশলী/পরামর্শক/বিসিক কর্মকর্তার স্বাক্ষর থাকতে হবে।

১২.০ বিল্ডিং লে-আউট প্ল্যান তৈরী :

প্রস্তাবিত মেশিনারীজের জন্য বিল্ডিং লে-আউট প্ল্যান তৈরীর ক্ষেত্রে প্রকৌশলী/পরামর্শক/বিসিক কর্মকর্তার স্বাক্ষর থাকতে হবে।

১৩.০ প্লট বরাদ্দ কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পদ্ধতি ঃ

(১) সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার ৩ (তিন) কর্ম দিবসের মধ্যে কার্যবিবরণী প্রস্তুত করে কমিটির সভাপতির নিকট দাখিল করতে হবে;

(২) কার্যবিবরণী স্বাক্ষরিত হওয়ার ১৫ (পনের) কর্ম দিবসের মধ্যে বরাদ্দপত্র জারী সম্পন্ন করতে হবে;

(৩) ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রকল্পের ক্ষেত্রে ব্যক্তি মালিকের নামে, অংশীদারিত্ব প্রকল্পের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা অংশীদারের (পদবীসহ) নামে এবং লিমিটেড কোম্পানীর ক্ষেত্রে কোম্পানীর নামে বরাদ্দপত্র জারী করতে হবে; একাধিক ব্যক্তির নামে বরাদ্দপত্র জারী করা যাবে না।

১৪.০ মূল্য পরিশোধ ঃ

(১) প্রতিটি প্লটের মূল্য প্রচলিত সরকারি নীতি অনুযায়ী বিসিক কর্তৃক ধার্য করা হবে ;

(২) প্রথম দুই কিস্তির টাকা ডাউন পেমেন্ট হিসাবে বরাদ্দপত্র গ্রহনের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে;

(৩) প্লটের সম্পূর্ণ মূল্য এককালীন অথবা ৫ (পাঁচ) বছরে ১০টি সমান কিস্তিতে সুদসহ পরিশোধ করতে হবে;

(৪) লীজ ডিড সম্পাদন করার পূর্বে বিসিকের সম্পূর্ণ পাওনা পরিশোধ করতে হবে;

(৫) বিসিক কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর প্লটের জমির মূল্য পুনঃনির্ধারণ করতে পারবে;

(৬) কিস্তিতে প্লটের মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে কোন উদ্যোক্তা পরবর্তীতে অবশিষ্ট কিস্তির টাকা একত্রে পরিশোধ করতে আগ্রহী হলে, সেক্ষেত্রে যে তারিখ টাকা পরিশোধ করবেন, সে তারিখ পর্যন্ত সুদসহ অবশিষ্ট কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে পারবেন।

১৫.০ মালিকানা ঃ

(১) বরাদ্দপত্রের ভিত্তিতে কোন শিল্প উদ্যোক্তা জমির মালিকানা দাবী করতে পারবেন না;

(২) বরাদ্দকৃত প্লট ৯৯ (নিরানব্বই) বছরের জন্য লীজ প্রদান করা হয়েছে মর্মে গণ্য হবে;

(৩) বিসিকের অনুমোদনক্রমে নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে শিল্পপার্কে স্থাপিত শিল্প ইউনিটে মালিকানা হস্তান্তর করা যাবে;

(৪) উত্তরাধিকার সূত্রে আইনগত ওয়ারিশগণ সংশ্লিষ্ট শিল্প ইউনিটের মালিকানা যে কোন পর্যায়ে লাভ করতে পারবেন, এ জন্য কোন ফি প্রযোজ্য হবে না।

১৬.০ মালিকানা হস্তান্তর ঃ

(১) শিল্প কারখানা স্থাপন/প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা ব্যতীত কোন শিল্প ইউনিট/শিল্প এর মালিকানা হস্তান্তরযোগ্য হবে না;

(২) হস্তান্তরযোগ্য পর্যায়ে মালিকানা হস্তান্তর করতে হলে বিসিকের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করা হবে। বিসিকের অনুমোদন ব্যতীত যে কোন হস্তান্তর অবৈধ বলে গণ্য হবে;

(৩) হস্তান্তর বিষয়ে এ নীতিমালায় বর্ণিত হয়নি এমন বিষয়াদি অথবা অনুরূপ কোন আলোচনা না হওয়ায় পর্যন্ত বিসিকের ১৫-০৫-১৯৮৮তারিখের প্রজ্ঞাপন নং আই-ই/বিসিক/১৫৬/৭৯ উল্লিখিত শর্তাবলী মালিকানা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

১৭.০ বরাদ্দপত্র পাওয়ার পর শিল্প উদ্যোক্তার করণীয় ঃ

(১) বরাদ্দপত্র জারীর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বরাদ্দ গ্রহীতা অনিবার্য কারণে প্লটের ডাইন পেমেন্ট হিসেবে ২ (দুই) কিস্তির টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হলে বরাদ্দ গ্রহীতার লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে বিসিকের সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক যৌক্তিক কারণে পরবর্তী ৩০(ত্রিশ) দিন পর্যন্ত সময় বর্ধিত করতে পারবেন :

(২) প্রথম ২(দুই) কিস্তির টাকা জমাদানের ৩০(ত্রিশ)) দিনের মধ্যে প্লটের দখল বুঝে নিতে হবে। উক্ত সময়ের মধ্যে প্লটের দখল বুঝে নিতে ব্যর্থ হলে বিসিকের পরিচালক (প্রকল্প) যৌক্তিক কারণে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিন সময় বর্ধিত করতে পারবেন;

(৩) প্লটের দখল বুঝে নেয়ার ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে কারখানা ভবনের লে-আউট প্ল্যান এপিআই শিল্পপার্ক প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট দাখিল করতে হবে;

(৪) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পূর্ত মন্ত্রণালয়, শাখা (উন্নয়ন) এর ১৪-০৬-১৯ তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এপিআই শিল্পপার্কের লে-আউট প্ল্যান বিসিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হবে এবং শিল্পনগরীর ৬ তলা পর্যন্ত শিল্প কারখানা নকশা বিসিকের সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক পরিচালকের নেতৃত্বে গঠিত ৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ৭ (সাত) তলা হতে ১০ (দশ) তলা পর্যন্ত শিল্প কারখানারনকশা প্রধান প্রকৌশলীর নেতৃতে গঠিত ৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির সুপারিশক্রমে বিসিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে;

(৫) লে-আইট প্ল্যান দাখিলের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অনুমোদন করতে হবে;

(৬) লে-আউট প্ল্যান অনুমোদন প্রাপ্তির পর ০২ (দুই) বছরের মধ্যে উৎপাদন শুরু করতে হবে।

উপরের (১) থেকে (৩) ক্রমিকে উল্লিখিত সময়সূচী কোন কারণে ব্যত্যয় ঘটলে সে ক্ষেত্রে নোটিশ সাপেক্ষেপ্লটের বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে। (৪) থেকে (৬) ক্রমিকে উল্লিখিত শর্তাবলী কোন কারণে ব্যথ্যয় ঘটলে সেক্ষেত্রে বিসিক চেয়ারম্যানের সম্মতি গ্রহণ করতে হবে।

১৮.০ প্লটের বরাদ্দ বাতিল করার পদ্ধতি ঃ

এপিআই শিল্পপার্কে প্লটের বরাদ্দ বাতিলের এখতিয়ার প্লট বরাদ্দ কমিটির উপর ন্যস্ত থাকবে। কমিটি নিম্নবর্ণিত কারণে যে কোন শিল্প প্লটের বরাদ্দ বাতিল করতে পারবে;

(১) বরাদ্দপত্র অথবা বিসিক লীজ্ ডিড প্রোফরমার শর্তাবলী পালনে ব্যর্থ হলে;

(২) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমির কিস্তির অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে;

(৩) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উৎপাদন শুরু করতে ব্যর্থ হলে;

১৯.০ আপীল অনুমোদন প্রসঙ্গে ঃ

(১) বরাদ্দ প্রাপ্ত উদ্যোক্তা প্লট বরাদ্দ কমিটির বরাদ্দ বাতিলের সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হলে তিনি বিসিকের চেয়ারম্যান বরাবর আপীল করতে পারবেন;

(২) প্লট বরাদ্দ বাতিলের নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ হতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উদ্যোক্তাকে আপীল আবেদন পেশ করতে হবে; উক্ত সময়ের পর আপীল গ্রহণযোগ্য হবে না।

(৩) আপীল আবেদন পাওয়ার পর সরেজমিনে পরিদর্শন, উদ্যোক্তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ ও আইনী অঙ্গীকারনামা গ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে চেয়ারম্যান, বিসিক ২ (দুই) বছর পর্যন্ত বাতিলাদেশ স্থগিত রেখে উদ্যোক্তাকে শিল্প স্থাপনের সুযোগ দিতে পারবেন।

২০.০ শিল্প ইউনিটের অংশবিশেষ ভাড়া প্রদান প্রসঙ্গে ঃ

কোন শিল্প ইউনিটের নির্মিত ভবনের ফ্লোর/স্পেস বা ইহার অংশ বিশেষ ভাড়া প্রদান করা যাবে না। তবে ঔষধ প্রশাসনের অনুমোদন সাপেক্ষে টোল ম্যানুফ্যাকচারিং করা যাবে।

২১.০ নীতিমালার বাস্তবায়ন ঃ

এ নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং এ নীতিমালা অনুযায়ী এপিআই শিল্পপার্ক প্রকল্পের প্লট বরাদ্দ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

বিসিকের প্লট বরাদ্দ নীতিমালার কোন পরিবর্তন/ পরিবর্ধন/সংশোধন হলে এবং তা এপিআই শিল্পপার্ক প্রকল্পের প্লট বরাদ্দ নীতিমালার সাথে সংশ্লিষ্ট হলে সে পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংশোধন এপিআই শিল্পপার্ক প্রকল্পের প্লট বরাদ্দ নীতিমালার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। এছাড়া এপিআই শিল্পপার্ক প্রকল্পের প্লট ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কোন বিরোধ দেখা দিলে বা এ নীতিমালায় বলা হয়নি এমন কোন বিষয় পরিলক্ষিত হলে সে ক্ষেত্রে বিসিকের প্লট বরাদ্দ নীতিমালা ও উল্লেখিত বিধি বিধান প্রযোজ্য হবে।

২২.০ নীতিমালার লংঘন ঃ

কোন শিল্প প্লট গ্রহীতা নীতিমালায় বর্ণিত বিধি-বিধান অনুসরণে ব্যর্থ হলে বিসিক সংশ্লিষ্ট শিল্প প্লট অধিগ্রহণপূর্বক পুনরায় বরাদ্দের অধিকার সংরক্ষণ করে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বহিরাগমন অধিশাখা-৪

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৬ চৈত্র ১৪২১/৩০ মার্চ ২০১৫

নং ৪৪.০০.০০০০. ০৪১.২৫.০১১.১১-৩৫—যেহেতু জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে এবং যেহেতু অত্র মন্ত্রণালয়ের তদন্তে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গিয়েছে, সেহেতু জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২১-১১-১৯৭৮ তারিখের অফিস মেমোরেন্ডাম No-ED (Reg.VII)S 123/78-115(500) অনুযায়ী তাঁকে চাকুরী হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

২। তিনি বিধি মোতাবেক খোরাকী ভাতা (Subsistence Grant) এবং অন্যান্য ভাতাদি পাবেন।

৩। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান
সিনিয়র সচিব।

আইন অধিশাখা-৩

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১০ চৈত্র ১৪২১/২৪ মার্চ ২০১৫

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০২.১৫-১৬১—পটুয়াখালী জেলার সদর থানার সাধারণ ডাইরী নং ১৬৬ ও ১৬৯, তারিখ ০৪-০১-২০১৫ মোতাবেক আসামীগণ বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে রাজনৈতিকভাবে নির্বাচিত ও আইন বলে প্রতিষ্ঠিত বৈধ সরকারকে অবৈধভাবে পতনের লক্ষ্যে তথা আইন, শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে প্রতিহত করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে আসামীদের বিরুদ্ধে পেনাল কোড, ১৮৬০ সনের ১২০-খ ধারায় মামলা রুজুর লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬-ক ধারার অধীন সরকারের অনুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০২.১৫-১৬২—পটুয়াখালী জেলার সদর থানার সাধারণ ডাইরী নং ৮৯৪, তারিখ ২২-০১-২০১৫ মোতাবেক আসামীগণ বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে রাজনৈতিকভাবে নির্বাচিত ও আইন বলে প্রতিষ্ঠিত বৈধ সরকারকে অবৈধভাবে পতনের লক্ষ্যে তথা আইন, শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে প্রতিহত করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে আসামীদের বিরুদ্ধে পেনাল কোড, ১৮৬০ সনের ১২০-খ ধারায় মামলা রুজুর লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬-ক ধারার অধীন সরকারের অনুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০১২.১৪-১৬৩—নোয়াখালী জেলার সুধারাম থানার মামলা নং ২৪, তারিখ ২৮-০১-২০১৪ মূলে জামায়াত শিবিরের নেতাকর্মীরা বিচারাধীন যুদ্ধাপরাধী ও মানবতা বিরোধী অপরাধীদের বিচার বানচাল, পুলিশ প্রশাসনসহ অন্যান্য প্রশাসনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গুপ্ত হত্যা, উপজেলা নির্বাচন বানচালসহ জেলার আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানো এবং দেশের নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করে জনসাধারণের মনে ভীতি সঞ্চারের লক্ষ্যে গোপন ষড়যন্ত্র ও প্ররোচনা করায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ১০/১৩ ধারার অভিযোগে মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হল।

তারিখ, ১৫ চৈত্র ১৪২১/২৯ মার্চ ২০১৫

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০১১.২০১৪-১৬৯—বগুড়া সদর থানার মামলা নম্বর ৭১, তারিখ ২৩-০৮-২০১৩ "সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}" এর ১০/১১/১২/১৩ ধারা মামলার আসামীগণ গত ২২-০৮-২০১৩ তারিখ ১৬ঃ১৫ ঘটিকার সময় বগুড়া সদর থানাধীন ঠনঠনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন দক্ষিণ পার্শ্বে জনৈক মোঃ দুলাল হোসেন. পিতা মৃত সারোয়ার হোসেন, সাং ঠনঠনিয়া ইয়াছিন নগর এর বাড়ীর সামনে দেওয়ান বাড়ী লিখিত সেমিপাকা বসত বাড়ীতে মামলার আসামীগণ গোপনে জঙ্গী, জিহাদী প্রশিক্ষণ, লিফলেট বিতরণ, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সংঘটনের ষড়যন্ত্র, প্রচেষ্টা ও সহায়তাসহ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে প্ররোচিত করায় "সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}" এর ১০/১১/১২/১৩ ধারার অভিযোগ প্রাথমিকভাবে তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় "সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}" এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মিজানুর রহমান
উপসচিব।

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১১ চৈত্র ১৪২১/২৫ মার্চ ২০১৫

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৩.১৫-১৬৫—সাতক্ষীরা জেলার পাটকেলঘাটা থানার মামলা নং ০৫, তারিখ ০৮-০৪-২০১০ খ্রিঃ মোতাবেক জামায়াত শিবিরের ক্যাডার তারা খুন, জখম, অগ্নিসংযোগ, ভাংচুর, লুটতরাজসহ আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে আসামীদের বিরুদ্ধে পেনাল কোড, ১৮৬০ সনের ১২০-খ ধারায় মামলা রুজুর লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬-ক ধারার অধীন ভূতাপেক্ষ সরকারের অনুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৩.১৫-১৬৬—সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া থানার মামলা নং ৩৭, তারিখ ২৯-৬-২০১০ মোতাবেক আসামীগণ বেআইনী জনতায় মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্রসহ রাস্তায় জনসাধারণের ও যানবাহন চলাচলের বাধা সৃষ্টি করতঃ অপরাধজনক বল প্রয়োগ, সরকারের বিরুদ্ধে অপরাধজনক ষড়যন্ত্র, সরকারি কর্মচারীর আদেশ অমান্য, কর্তব্য কাজে বাঁধা প্রদান ও সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারপত্র প্রদান এবং অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে আসামীদের বিরুদ্ধে পেনাল কোড, ১৮৬০ সনের ১২০-খ ধারায় মামলা রুজুর লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬-ক ধারার অধীন ভূতাপেক্ষ সরকারের অনুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এফ এম তৌহিদুল আলম
সহকারী সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
শৃংখলা-১ শাখা

আদেশাবলী

তারিখ, ২৯ মার্চ ২০১৫

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০৪.০০.০০৪.২০১৩-১৬৭—যেহেতু ডাঃ বে-নজির আহমেদ (৩২৮৩২), অধ্যাপক (মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ), নিপসম, মহাখালী, ঢাকা {প্রাক্তন পরিচালক (রোগ নিয়ন্ত্রণ), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও লাইন ডাইরেক্টর, কমিউনিকেল ডিজিজেস কন্ট্রোল} এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর দায়ে ২১-১০-২০১৪ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০৪.০০.০০৪.২০১৩-৮০০নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ২৫-০১-২০১৫ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, স্বাস্থ্য জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচি (HNPSDP) বাস্তবায়নে লাইন ডাইরেক্টর এর ভূমিকা ও দায়িত্ব বণ্টন (Roles and Responsibility) অনুযায়ী ডাঃ বেনজির আহমেদ (৩২৮৩২) আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসেবে মালামাল ক্রয় ও আর্থিক ব্যয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৮ লংঘন করে নির্ধারিত ব্যয় সীমার উর্দ্ধের মালামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে Open tender ব্যতীত ৩১,২৪,৭৭০ টাকার স্টেশনারী ও কেমিক্যাল রিএচেন্ট ক্রয় করেন এবং এ ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোন তুলনামূলক দর বিবেচনা করেননি। সারাদেশে ৪৮টি স্থানে একই দিনে অর্থাৎ ১২ জুন ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত কর্মসূচিতে উপস্থিত না থাকলেও তিনি অবৈধভাবে ৯৮,০০০ টাকা সম্মানী গ্রহণ করেছিলেন এবং অডিট আপত্তির প্রেক্ষিতে তিনি তার প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে গৃহীত সম্মানীভাতা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেন; যা দ্বারা বর্ণিত কর্মসূচির আর্থিক অনিয়ম সংঘটনে তার সংশ্লিষ্টতা প্রমাণিত হয়;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ বে-নজির আহমেদ (৩২৮৩২), অধ্যাপক (মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ), নিপসম, মহাখালী, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীর বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২)(বি) বিধি মোতাবেক আদেশ জারির তারিখ হতে পরবর্তী ০৩(তিন) বছরের জন্য তাঁর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত করে বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল। এই স্থগিতজনিত বেতন-ভাতা তিনি পরবর্তীতে বকেয়া হিসেবে প্রাপ্য হবেন না।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১১৭.২০১৪-১৬৮—যেহেতু, ডাঃ তপন কুমার বিশ্বাস (৩৪১৫৫), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মহাখালী, ঢাকা {প্রাক্তন ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এনএনএস) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর দায়ে ০২-১১-২০১৪ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১১৭.২০১৪-৮৫০ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ১২-০২-২০১৫ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ডাঃ তপন কুমার বিশ্বাস (৩৪১৫৫), ন্যাশনাল নিউট্রিশন সার্ভিসেস কর্মসূচির ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসাবে ২০-১১-১২ অর্থ বছরে জাতীয় পুষ্টি সেবা কার্যক্রমে দায়িত্ব পালনকালে বিভিন্ন প্রকার ব্যয় সংক্রান্ত বিল ভাউচার যথাযথভাবে পরীক্ষা না করে দায়িত্ব পালনে অবহেলা প্রদর্শন করেছেন এবং দায়িত্বে অবহেলা করায় আর্থিক অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে। ফলে আর্থিক অনিয়মের সাথে জড়িত থাকার বিষয়ে তার সংশ্লিষ্ট তা পরিলক্ষিত হয়;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ তপন কুমার বিশ্বাস (৩৪১৫৫), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ,কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীর বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২)(এ) বিধিমতে তাকে 'তিরষ্কার ((Censure)' করে বিভাগীয় মামলাটি নিস্পত্তি করা হল।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৩৫.২০১৪-১৬৯—যেহেতু, ডাঃ রুবেনা হক (১০৯৭১৯), সহকারী অধ্যপক (বায়োকেমিস্ট্রি), স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা (প্রাক্তন ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার-৬, এনএনএস) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর দায়ে ০২-১২-২০১৪ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৩৫.২০১৪-৯৩২ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ১২-০২-২০১৫ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ডাঃ রুবেনা হক (১০৯৭১৯) এনএনএস কর্মসূচির ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসাবে বিল ভাউচার এর সঠিকতা যাচাই না করেই তা অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করেছেন। আর্থিক ব্যয় সংক্রান্ত নথি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেননি। দাপ্তরিক কার্যক্রমে সরকারি বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ না করে দায়িত্বে অবহেলা করায় লাইন ডাইরেক্টর কর্তৃক সংঘটিত আর্থিক অনিয়মে তার সংশ্লিষ্ট রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ রুবেনা হক (১০৯৭১৯), সহকারী অধ্যপক (বায়োকেমিস্ট্রি), স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীর বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২)(এ) বিধিমতে তাকে 'তিরষ্কার ((Censure)' করে বিভাগীয় মামলাটি নিস্পত্তি করা হল।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১০১.২০১৪-১৭০—যেহেতু, ডাঃ মোহাম্মদ সাব্বির হায়দার (১১৪৬১১), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, (মেডিকেল অফিসার), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা সংযুক্ত স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর দায়ে
২১-১০-২০১৪ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১০১.২০১৪-৮০৪ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ০১-০২-২০১৫ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ডাঃ মোহাম্মদ সাব্বির হায়দার (১১৪৬১১), গত ২১-০৮-২০০৬ তারিখে বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডারের সহকারী সার্জন পদে যোগদান করার পর তাঁর কর্মজীবনে তাঁকে কখনও ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার (সিডিসি) হিসেবে পদায়ন করা হয়নি এবং তিনি এ পদে কখনও দায়িত্ব পালন করেননি। কমিউনিকেবল ডিজিজেস কন্ট্রোল কর্মসূচিতে ডিপিএম হিসাবে দায়িত্ব পালন না করায় উক্ত কর্মসূচির বিল ভাউচারে স্বাক্ষর করার তার কোন সুযোগ ছিল না। তাকে কমিউনিকেবল ডিজিজেস কর্মসূচিতে পদায়ন না করার সত্যতা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক লিখিতভাবে অবহিত করায় লাইন ডাইরেক্টরকে আর্থিক অনিয়মে সহায়তা করার তাঁর কোন সুযোগ ছিল না মর্মে প্রতীয়মান হয়;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ মোহাম্মদ সাব্বির হায়দার (১১৪৬১১), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, (মেডিকেল অফিসার), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মহাখালী, ঢাকা সংযুক্ত স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, বিভাগীয় মামলার জবাব, শুনানীকালে তাঁর বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি বিবেচনাপূর্বক বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ থেকে তাঁকে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক বিভাগীয় মামলা নিস্পত্তি করা হল।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১১৩.২০১৪-১৭১—যেহেতু ডাঃ নাসরীন খান (১১৭০০৮), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা সংযুক্ত জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য উইং, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (প্রাক্তন ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এনএনএস) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর দায়ে ২১-১০-২০১৪ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১০১.২০১৪-৮০৪ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ০১-০২-২০১৫ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, তিনি ন্যাশনাল নিউট্রিশন সার্ভিসেস (এনএনএস) কর্মসূচিতে ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে ২০১১-১২ অর্থ বছরের ২৮-০৩-২০১২ তারিখে যোগদান করেন এবং অর্থ বছরের শেষভাগে যোগদান করায় তাকে আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কোন দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি। এছাড়া তিনি অর্থ বছরের শেষ পনের দিন বহিঃবাংলাদেশ ছুটিতে ছিলেন। ২০১১-১২ অর্থ বছরে তিনি এনএনএস-এ সক্রিয়ভাবে দায়িত্ব পালন না করায় পিপিআর ২০০৮ লংঘনসহ অন্যান্য অনিয়মের সাথে তাঁর সংশ্লিষ্ট থাকার সুযোগ ছিল না বিধায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি।

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ নাসরীন খান (১১৭০০৮), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা সংযুক্ত জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য উইং, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, বিভাগীয় মামলার জবাব, শুনানীকালে তাঁর বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি বিবেচনাপূর্বক বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ থেকে তাঁকে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক বিভাগীয় মামলা নিস্পত্তি করা হল।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১০৫.২০১৪-১৭২—যেহেতু, ডাঃ রুসেলী হক (৩৫৮৮০), সহকারী পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (প্রাক্তন ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, সিডিসি) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর দায়ে ০২-১২-২০১৪ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১০৫.২০১৩-৯২৯ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ১২-০২-২০১৫ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ডাঃ রুসেলী হক (৩৫৮৮০), সিডিসি কর্মসূচিতে ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে ফাইলেরিয়া নির্মূল ও কৃমি নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম দায়িত্ব পালনকালে সরকারি নিয়ম-নীতি অনুসরণের বাধ্যবাধকতা থাকলেও যথাযথভাবে তা প্রতিপালন করেননি। ডিপিএম হিসেবে কর্মসূচির বিল ভাউচার যথাযথভাবে পরীক্ষা করে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে যথেষ্ঠ যত্নবান না হওয়ায় আর্থিক শৃংখলা ভঙ্গের ক্ষেত্রে তার সংশ্লিষ্টতা রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অবহেলা থাকায় লাইন ডাইরেক্টর কর্তৃক আর্থিক অনিয়ম ঘটানোর ক্ষেত্রে সহায়তা করার দায় তিনি এড়াতে পারেন না;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ রুসেলী হক (৩৫৮৮০), সহকারী পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২)(এ) বিধিমতে তাকে 'তিরস্কার (Censure)' করে বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হল।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১০২.২০১৪-১৭৩—যেহেতু, ডাঃ সাইদুর রহমান (৩২১৭৫), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (প্রাক্তন ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, নন-কমিউনিকেবল ডিজিজেস কন্ট্রোল) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধিমতে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর দায়ে ২২-১০-২০১৪ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১০২.২০১৪-৮১৬ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ০৯-১২-২০১৪ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করে আনীত অভিযোগের বিষয় তদন্ত করার জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত কমিটি তদন্তপূর্বক আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি মর্মে মতামত জ্ঞাপন করেছে;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ সাইদুর রহমান (৩২১৭৫), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, বিভাগীয় মামলার জবাব, শুনানীকালে তাঁর বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সামগ্রিক বিষয়াদি বিবেচনাপূর্বক বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ থেকে তাঁকে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১২৭.২০১৪-১৭৪—যেহেতু, ডাঃ মীর মোবারক হোসাইন (১১৪৭২৮), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (প্রাক্তন ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এনএনএস) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর দায়ে ০৪-১২-২০১৪ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১২৭.২০১৪-৯৩৯ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ০১-০২-২০১৫ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ডাঃ মীর মোবারক হোসাইন (১১৪৭২৮), ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এনএনএস হিসেবে মালামাল ক্রয়ের লক্ষ্যে লাইন ডাইরেক্টরের নিকট নথি উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে PPR-2008 এর সংশ্লিষ্ট ধারা অনুসরণ করেননি। নথি উপস্থাপনকারী কর্মকর্তা হিসেবে তিনি তারিখবিহীন বিল ভাউচারসমূহ যথাযথ ছিল কিনা তা পরীক্ষা না করেই ত্রুটিপূর্ণ প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য লাইন ডাইরেক্টরের নিকট উপস্থাপন করেছিলেন। এছাড়া তিনি ট্রেজারী রুল ভঙ্গ করে নিয়ম বহির্ভূত উপায়ে নগদ টাকা ব্যাংক থেকে উত্তোলন করে আর্থিক শৃংখলা ভঙ্গ করায় লাইন ডাইরেক্টরকে সহায়তা করেছেন এবং উত্তোলন অগ্রীম যথাযথভাবে ব্যয়োত্তর সমন্বয় করেননি। এক্ষেত্রে সৃষ্ট আর্থিক অনিয়মের সংশ্লিষ্টতা দায়-দায়িত্ব তিনি এড়াতে পারেন না। ফলে বর্ণিত কর্মসূচির আর্থিক অনিয়মে তার সংশ্লিষ্টতা রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ মীর মোবারক হোসাইন (১১৪৭২৮), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীর বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২)(এ) বিধি মোতাবেক আদেশ জারির তারিখ হতে পরবর্তী ০১(এক) বছরের জন্য তাঁর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত করে বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল। এই স্থগিতজনিত বেতন-ভাতা তিনি পরবর্তীতে বকেয়া হিসেবে প্রাপ্য হবেন না।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
সচিব।

আদেশাবলী

তারিখ ০৯ এপ্রিল ২০১৫

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৩৩.২০১৪-২০৬—যেহেতু ডাঃ রেবেকা সুলতানা (১২৬০০১), সহকারী সার্জন, তেকানী ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ গত ০১-০১-২০১৩ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির' দায়ে ৩০-০৪-২০১৪ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৩৩.২০১৪-৩৫২নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ২৫-০৮-২০১৪ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করে আনীত অভিযোগের বিষয় তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তপূর্বক অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ রেবেকা সুলতানা (১২৬০০১), সহকারী সার্জন, তেকানী ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব, তদন্তকারী কর্মকর্তার মতামত এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(২)(বি) বিধি মোতাবেক তাঁর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি আদেশ জারির তারিখ হতে পরবর্তী ০১(এক) বছরের জন্য স্থগিত করে বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল। এই স্থগিতজনিত বেতন-ভাতা তিনি পরবর্তীতে বকেয়া হিসেবে প্রাপ্য হবেন না।

তারিখ, ১২ এপ্রিল ২০১৫

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৮৭.২০১৪-২০৮—যেহেতু, ডাঃ নাসরীন সুলতানা (৪৩৭৮০), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা, সংযুক্ত মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার, ঢাকা (প্রাক্তন জুনিয়র কনসালটেন্ট (গাইনী), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ঝিনাইগাতী, শেরপুর) গত ৩১-০৭-২০১৩ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির' দায়ে ২১-০৮-২০১৪ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৮৭.২০১৪-৬৬৩নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ২৫-০৮-২০১৪ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করে আনীত অভিযোগের বিষয় তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে উল্লেখ করেছেন;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ নাসরীন সুলতানা (৪৩৭৮০), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা, সংযুক্ত মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব, তদন্তকারী কর্মকর্তার মতামত এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(২)(বি) বিধি মোতাবেক তাঁর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি আদেশ জারির তারিখ হতে পরবর্তী ০১(এক) বছরের জন্য স্থগিত করে বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল। এই স্থগিতজনিত বেতন-ভাতা তিনি পরবর্তীতে বকেয়া হিসেবে প্রাপ্য হবেন না।

বিমান কুমার সাহা এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব।

শৃংখলা-২ শাখা

আদেশ

তারিখ, ০৬ এপ্রিল ২০১৫

নং ৪৫.১৫১.০২৭.০০.০০.০০৬.২০১৫-১১৮—যেহেতু, ডাঃ মোঃ জিলহাজ উদ্দিন (১২৭৩৬৪), সহকারী সার্জন, কৈলাশগঞ্জ ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, দাকোপ, খুলনা জনৈক দিলরুবা খাতুন (৩৩) স্বামী এস, এম, শামীম আহম্মেদ (নির্বাহী প্রকৌশলী জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর, বাগেরহাট, খুলনা) কর্তৃক সোনাডাংগা মডেল থানার মামলা নং ২৪, তারিখ ৩১-০৫-২০১৪ এর বিপরীতে ফৌজদারী মামলায় বিজ্ঞ আদালতের মাধ্যমে ২১-০৭-২০১৪ তারিখ জেলহাজতে প্রেরিত হন;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ মোঃ জিলহাজ উদ্দিন (১২৭৩৬৪), সহকারী সার্জন, কৈলাশগঞ্জ ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, দাকোপ, খুলনা কে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ১১(১) বিধি মোতাবেক সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

প্রচলিত সরকারি নিয়ম মোতাবেক তিনি সাময়িকভাবে বরখাস্তকালীন সময়ে খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

এই আদেশ আদালত কর্তৃক জেলহাজতে প্রেরণের তারিখ ২১-০৭-২০১৪ হতে কার্যকর হবে।

বিমান কুমার সাহা এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব।

চিকিৎসা শিক্ষা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৩ মার্চ ২০১৫

নং স্বাপকম/চিশি-১/মেঃবিঃ ০৩/২০০১ (অংশ-২)/২৪২—বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১নং আইন), ধারার ক্ষমতাবলে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ও মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ডাঃ কামরুল হাসান খান, অধ্যাপক, প্যাথলজি বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়-কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে আদেশ জারীর তারিখ থেকে ০৩ (তিন) বছরের জন্য নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হলো।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর এর আদেশক্রমে

মোঃ হাবিবুর রহমান খান
যুগ্মসচিব।

চিকিৎসা শিক্ষা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৫ এপ্রিল ২০১৫

নং স্বাপকম/চিশি-২/সমেক-৩৭/২০১৩(অংশ-১)/১৩৪—রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, রাঙ্গামাটি এর ব্যবস্থাপনা তদারকির জন্য নিম্নোক্ত কর্মকর্তা/জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা হলো ঃ

আহ্বায়ক

(১) মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

(২) জনাব ঊষাতন তালুকদার, মাননীয় সংসদ সদস্য, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

(৩) জনাব ফিরোজা বেগম চিনু, মাননীয় সংসদ সদস্য, সংরক্ষিত মহিলা আসন।

(৪) জনাব দীপংকর তালুকদার, সভাপতি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

(৫) রিজিয়ন কমান্ডার, রাঙ্গামাটি রিজিয়ন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

(৬) প্রতিনিধি, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

(৭) চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

(৮) অধ্যাপক কনক কান্তি বড়ুয়া, ডীন, সার্জারী বিভাগ, বিএসএমএমইউ

(৯) জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

(১০) পুলিশ সুপার, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

(১১) সিভিল সার্জন, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

সদস্য-সচিব

(১২) অধ্যক্ষ, রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ, রাঙ্গামাটি

কার্যপরিধি ঃ

(১) কমিটি মেডিকেল কলেজের সার্বিক কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করবে।

(২) আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার বিষয়ে কমিটি কলেজ কর্তৃপক্ষ-কে সার্বিক সহায়তা প্রদান করবে।

(৩) ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কিত কোন বিষয়ে জটিলতা উদ্ভব হলে কমিটি তা নিরসনে সহায়তা প্রদান করবে।

(৪) কমিটির আহ্বায়কের অনুমতি সাপেক্ষে অথবা ০৬জন সদস্যের লিখিত অনুরোধ সাপেক্ষে সদস্য-সচিব সভা আহ্বান করবেন এবং ন্যূনতম প্রতিমাসে একবার সভায় মিলিত হবে।

(৫) মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে শিক্ষক ও কর্মচারী পদায়নে সরকার কে সময়ে সময়ে পরামর্শ প্রদান করবে।

৩। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মাহফুজা আকতার
সিনিয়র সহকারী সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১৯ মার্চ ২০১৫

নং ৪৬.০৬৩.০৩১.০৫.০০.০০১.২০১১-৪৫৮—যেহেতু, জনাব মোঃ আফজাল হোসেন ঝালকাঠী পৌরসভার মেয়র; এবং

যেহেতু, ঝালকাঠী সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সি আর-২৭/২০১৫ (ধারা ১৪৮/৫০৬/৩২৩/৩৮৫/ ৩৮৬) নং মামলার আসামী;

এবং যেহেতু, উক্ত মামলায় বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক তাঁর জামিন আবেদন না মঞ্জুর হয় এবং বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক আপনাকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়;

এবং যেহেতু, জনাব মোঃ আফজাল হোসেন, মেয়র, ঝালকাঠী পৌরসভা-ঝালকাঠী সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সি আর-২৭/২০১৫ (ধারা ১৪৮/৫০৬/৩২৩/৩৮৫/ ৩৮৬) নং মামলার আসামী হিসেবে বর্তমানে কারাগারে আটক থাকায় তাঁর দ্বারা মেয়র এর ক্ষমতা প্রয়োগ পৌরসভার স্বার্থের পরিপন্থি এবং প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমীচীন নয় মর্মে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে;

সেহেতু, সরকার তাঁকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

এমতাবস্থায়, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ৩১(১) ধারার বিধান অনুযায়ী ঝালকাঠী পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ আফজাল হোসেন'কে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ২২ মার্চ ২০১৫

নং ৪৬.০৬৩.০২৭.০১.০০.০০৩.২০১৩-৪৮০—যেহেতু, আলহাজ্ব মোঃ রেফাত উল্লাহ্ ঢাকা জেলাধীন সাভার পৌরসভার মেয়র; এবং

যেহেতু, ঢাকা জেলার সাভার থানার, ১৫-০৬-২০১৪ তারিখের ৪২ নম্বর মামলার আসামী আলহাজ্ব মোঃ রেফাত উল্লাহ্, মেয়র, সাভার পৌরসভা, সাভার, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১০৯ ধারা এবং ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় এজাহারে বর্ণিত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায়; এবং

যেহেতু, আলহাজ্ব মোঃ রেফাত উল্লাহ্, মেয়র, সাভার পৌরসভা, সাভার, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে সাভার থানার চার্জশিট নম্বর ৩০৩, তারিখ ১৬-০৭-২০১৪ বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করা হয়; এবং দাখিলিয় চার্জশিট বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক গৃহীত হয়েছে; এবং

যেহেতু, তাঁর দ্বারা পৌরসভার মেয়র এর ক্ষমতা প্রয়োগ পৌরসভার জন্য স্বার্থহানিকর এবং প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ হতে সমীচীন নয় মর্মে যথাযথ কর্তপক্ষের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে;

সেহেতু, সরকার তাঁকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

এমতাবস্থায়, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ৩১(১) ধারার বিধান অনুযায়ী সভার পৌরসভার মেয়র আলহাজ্ব মোঃ রেফাত উল্লাহ্কে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হল।

জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৬.০৬৩.০২৭.০১.০০.০০৩.২০১৩-৪৮১—যেহেতু, হাজী মোহাম্মদ আলী খান ঢাকা জেলাধীন সাভার পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর ; এবং

যেহেতু, ঢাকা জেলার সাভার থানার, ১৫-০৬-২০১৪ তারিখের ৪২ নম্বর মামলার আসামী হাজী মোহাম্মদ আলী খান, কাউন্সিলর ৭নং ওয়ার্ড, সাভার পৌরসভা, সাভার, ঢাকা–এর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১০৯ ধারা এবং ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় এজাহারে বর্ণিত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায়; এবং

যেহেতু, হাজী মোহাম্মদ আলী খান, কাউন্সিলর, ৭নং ওয়ার্ড, সাভার পৌরসভা, সাভার, ঢাকা–এর বিরুদ্ধে সাভার থানার চার্জশিট নম্বর ৩০৩, তারিখ ১৬-০৭-২০১৪ বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করা হয়; এবং দাখিলিয় চার্জশিট বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক গৃহীত হয়েছে; এবং

যেহেতু, তাঁর দ্বারা পৌরসভার কাউন্সিলর এর ক্ষমতা প্রয়োগ পৌরসভার জন্য স্বার্থহানিকর এবং প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ হতে সমীচীন নয় মর্মে যথাযথ কর্তপক্ষের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে;

সেহেতু, সরকার তাঁকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

এমতাবস্থায়, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ৩১(১) ধারার বিধান অনুযায়ী সাভার পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ড, কাউন্সিলর হাজী মোহাম্মদ আলী খান-কে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হল।

জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ খলিলুর রহমান
উপসচিব (পৌর-১)।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৫ আষাঢ় ১৪২২/২৯ জুন ২০১৫

নং ০৪.০০.০০০০.৮৩১.৪৫.০১৭.১৩.১৯—ভূমি তথ্য ও সেবা কাঠামো (Land Information & Service Architecture: জমি) যথাযথভাবে তৈরি ও বাস্তবায়ন এবং এই কাঠামোর আওতায় ভূমি জরিপ, রেজিস্ট্রেশন ও মিউটেশন কার্যক্রম সমন্বয়ের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়নের জন্য নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হল :

সভাপতি

(১) সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

সদস্যবৃন্দ

(২) মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর;

(৩) মহাপরিদর্শক, নিবন্ধন বাংলাদেশ, নিবন্ধন পরিদপ্তর;

(৪) ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নীচে নয়)

(৫) আইন ও বিচার বিভাগের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নীচে নয়)

(৬) ভূমি সংস্কার বোর্ডের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নীচে নয়)

(৭) ভূমি আপীল বোর্ডের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নীচে নয়)

(৮) জনাব আনীর চৌধুরী, পলিসি এ্যাডভাইজর, এটুআই প্রোগ্রাম

সদস্য-সচিব

(৯) ড. মো: আব্দুল মান্নান, পরিচালক, ই-সার্ভিস, এটুআই প্রোগ্রাম

২। **কার্যপরিধি:**

ভূমি তথ্য ও সেবা কাঠামো (Land Information & Service Architecture: জমি) যথাযথভাবে তৈরি ও বাস্তবায়ন এবং এই কাঠামোর আওতায় ভূমি জরিপ, রেজিস্ট্রেশন ও মিউটেশন কার্যক্রম সমন্বয়ের লক্ষ্যে করণীয় বিষয়াদি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন।

৩। কমিটি প্রয়োজনবোধে আরও সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মাহ্‌ফুজা বেগম
সিনিয়র সহকারী সচিব।